উদ্ধার করা ইহার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান পুলিস কমিসনর বিগনেল সাহেব এই সাধু চেষ্টার সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কাগজের দন্ত—জর্ম্মণিতে ধাতু ও চিনেমাটির পরিবর্ত্তে কাগজের কৃত্রিম দন্ত খুব চলিত হইয়াছে। এই দন্ত অত্যন্ত সস্তা, ভাঙে না, ফাটে না, মুখের ঝালে বিকৃত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্যথাকর হয় না।

ইটালী-রাজ্ঞীর অনভিজ্ঞতা—তিনি ফরাসী ভাষায় কথা কন, ইটালীতে কথা কহিতে পারেন না অথবা চাহেন না, এ জন্য দেশবাসীরা বড় ক্ষুব্ধ।

সার্ব্বিয়া বিপ্লব—সার্বিয়ার নূতন রাজা কারাজর্জভিচ বেলগ্রেডে প্রজাগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। অষ্ট্রীয় ও রুসীয় দূত তাঁহার সম্মাননা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজদম্পতীর হত্যাকারীদিগের প্রতি কোনও দণ্ড বিধান না করাতে ইংলণ্ড প্রভৃতির দূত তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া গিয়াছেন। সমস্যা কঠিন।

ধূমপানের বৃদ্ধি—ভারতে এক বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকার সিগারেট কাটিয়াছে। বালক বালিকারাও এই ফ্যাসন যেরূপ ধরিয়াছে, তাহাতে ভদ্রস্থতা নাই। এ বিদেশী সভ্যতা নিবারণের উপায় কি?

লর্ড কুর্জনের পুনর্নিয়োগ—সংবাদপত্রে প্রকাশ, আগামী ডিসেম্বরে বড় লাটের সময় শেষ হইলে তিনি ২।৩ মাসের জন্য বিলাত যাইবেন, পরে পুনর্নিয়োগ-পত্র লইয়া এ দেশ শাসন করিতে আসিবেন।

সোমালিলণ্ডে যুদ্ধ—পাগলা মোল্লা সহজে বশে আসিতেছে না। জেনারল ম্যানিঙ তাহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেনাপতি ইগারটন ভারত হইতে ভারতীয় সৈন্য সকল লইয়া তাঁহার সহায়তা করিতে যাইতেছেন।

নূতন উপাধি—গ্রাজুয়েটগণ দুই বৎসর শিক্ষকতা শিক্ষা করিয়া দর্শনাদি বিষয়ে পরীক্ষা দিলে "বেচিলর অব এডুকেশন" উপাধি পাইবেন, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন।

নূতন চিকিৎসা—(Hyptonism) হিপ্টোনিজমনামক ঘুম পাড়াইবার কৌশলে ক্লাপ্টেন নগরের ডাক্তার আলড্রিচ এক রমণীর একটী রুগ্ন পা ছেদন করিয়াছেন, কাটিবার সময় রোগী কোনও কষ্ট বোধ করে নাই এবং কাটা চমৎকার হইয়াছে।

কবি-সম্মাননা—এবার ২৯এ জুন মাইকেল মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের নিকট প্রায় ৩০০ নানা সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী মিলিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। গত ৩রা জুলাই কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ ওভারটুন হলে এক বিরাট সভা হয়। অনেক গণ্যমান্য লোক মিলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

ফাহিয়ান।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের শেষ)।

এখান হইতে ফাহিয়ান কাশীতে গমন করেন। কথিত আছে তৎকালে সেই স্থানে শ্বেতবর্ণ এক উড্ডীয়মান সর্পদেব (Dragon) বাস করিতেন। ঐ সর্প সন্ন্যাসীদিগকে সর্ব্বদা আশা প্রদান করিতেন এবং বারিবর্ষণ করিয়া ভূমি অধিকতর উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিয়া দিতেন। জনসাধারণ তাঁহাকে বিশিষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং সন্ন্যাসীরা তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে খাদ্য প্রদান করিতেন। বর্ষা ঋতু অন্তর্হিত হইলে ঐ সর্পের আকৃতি ক্ষুদ্র হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা হইলেও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে দেব-নাগ বোধ করিয়া সেবা করিতে ত্রুটি করিতেন না। সন্ন্যাসীরা পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই মাখনপূর্ণ তাম্র পাত্রে ঐ সর্পটাকে নিক্ষেপ করিতেন। অল্প দিন মধ্যে সর্প পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হইতেন। হঠাৎ এক দিন ঐ সর্প দেখা দিতেন। ফাহিয়ান এক দিন মাত্র ঐ সর্প দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাশী হইতে ফাহিয়ান মধ্য ভারতে গমন করেন। তথায় এক মঠে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও নানা ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। বাণিজ্য-পোতের সাহায্যে তিনি এখান হইতে সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি যে সঙ্গীদিগের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই পথিমধ্যে জীবনলীলা সংবরণ করে; অবশিষ্ট কয়েকজন জলযানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; সুতরাং ফাহিয়ান একাকীই তীরে অবতীর্ণ হইলেন। দুই বৎসরকাল সিংহলে অবস্থান-পূর্ব্বক বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি ও কয়েকখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিবার মানস করিলেন। দুই শত সহযাত্রীর সহিত তিনি চীনদেশগামী একখানি বাণিজ্যপোতে আরোহণ করেন। সমুদ্রপথে গমনকালে প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন হয়। আরোহীরা অর্ণবযান নিরাপদ করিবার জন্য আপন আপন দ্রব্যাদি জলে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। পাছে বহুযত্ন-সংগৃহীত বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি ও ধর্ম্মপুস্তক সকল সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে হয় এই ভয়ে তাঁহার হৃদয় বিকল হইতে লাগিল। তিনি একাগ্রমনে চীন-দেশীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাত্মাগণের আত্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অর্ণবপোতখানি বায়ুর অনুকূলে ধাবিত হইলেও তাহা ভগ্ন বা নিমগ্ন হইল না। দশ দিন পরিচালনের পর পোত নিরাপদে যবদ্বীপে উপনীত হইল। ফাহিয়ান পোত পরিত্যাগ করিয়া দুই মাস কাল তথায় অবস্থিতি করেন, পরে অন্য একখানি

বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়া চীন-দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিবার বিংশ দিবস পরে এক দিন রাত্রে হঠাৎ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। পোতারূঢ় বণিক্‌গণ ইহাতে অত্যন্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, আমাদিগের সহিত একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছে বলিয়াই আমাদিগকে এরূপ বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে। একজনের জন্য আমরা সকলে বিনষ্ট হইব, তাহা কখনই হইতে পারে না। এই-রূপ স্থির করিয়া তাহারা ফাহিয়ানকে আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিল। পোতারূঢ়গণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র ফাহিয়ানের অনুকূলে সকলকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তোমরা যদি এই বৌদ্ধ-যাজককে সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকেও উঁহার সহিত সমুদ্রে নিক্ষেপ কর; তাহা না করিলে তোমরা সকলেই অচিরে বিনষ্ট হইবে। চীনদেশীয় রাজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধযতিগণের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তিমান্। আমি তোমাদিগের অনুষ্ঠিত এই অবৈধ হত্যার কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিলে তোমাদিগের সকলকেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।" এই ভীতি-প্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া বণিক্‌গণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার পর আর কেহই তাঁহার কাছে অবিনয়ী হইতে সাহসী হয় নাই।

খাদ্য পানীয়ের অভাবে কর্ম্মচারিগণ পোতচালনকার্য্যে অমনোযোগী হইয়া উঠিল, বায়ুস্রোতোবেগে পরিচালিত হইয়া অর্ণবযান অবশেষে তীরে সংলগ্ন হইল। আরোহীরা তীরে অবতরণ করিয়া কোন্ রাজ্যের কোন্ অংশে আসিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য লোকালয় অনু-সন্ধানে বহির্গত হইল। পথিমধ্যে দুই জন শিকারীর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাদিগের নিকট অবগত হইল, ইহা চীনের অন্তর্গত টিসিংচু দেশের অধীন চাংকোয়াং প্রদেশের অংশ বিশেষ। অর্ণবপোতে একজন ভিক্ষু আসিয়াছেন, এই কথা জানিতে পারিয়া সেই দেশের ধর্ম্মাত্মা শাসনকর্ত্তা অচিরে সমুদ্রতীরে আসিয়া ফাহিয়ানকে সমাদরে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। শীত ঋতু তথায় অতি-বাহিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি চীন রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ফাহিয়ান রাজধানীতে উপনীত হইয়া টাওচাং ধর্ম্মমঠে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। একজন ভারতবর্ষীয় ভিক্ষু এই সময়ে উক্ত মঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ফাহিয়ান তাঁহার সহযোগিতায় কয়েক-খানি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ চীন ভাষায় অনু-বাদিত করেন। তিনি অচিরেই মহাপরি-নির্ব্বাণ সূত্রের অনুবাদ শেষ করিয়া প্রচার করিলেন।

যে সময়ে উক্ত গ্রন্থ প্রচারিত হয়,

তৎকালে ধর্ম্মানুরক্ত একটী বংশের কর্ত্তা উক্ত গ্রন্থের অনুলিপি করিয়া লইয়া আপনার অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকের সহিত অতি যত্নে রাখিয়াছেন। কিছুকাল পরে অগ্নি-দাহে তাঁহার গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাঁহার সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থ দগ্ধ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নির্ব্বাণগ্রন্থখানিকে অগ্নি আদৌ স্পর্শ করে নাই। এই অদ্ভুত ব্যাপারে রাজধানীর সমুদয় লোক বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

ফাহিয়ান ষড়শীতি বর্ষ বয়সে কুশিন মঠে জীবনলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার তিরোভাবে সমুদয় চীনদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যাখ্যান।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা এবং স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। সপ্তমাতার* মধ্যে পৃথিবী আমাদের একটী মাতা। পৃথিবী মাতার কার্য্য করেন। আমাদের দেহভার বহন করেন, লম্ফ ঝম্প পদাঘাত সকলি সহ্য করেন, এবং দেহের রস দিয়া ফল শস্যাদি নানা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহাদ্বারা আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ও শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। মাতা এই সকল কার্য্য পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করেন। মাতা উদরে সন্তানকে ধারণ করেন। যতদিন সন্তান মানুষ না হয়, তাহাকে পৃষ্ঠে, কক্ষে ও বক্ষে বহন করেন। মাতার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার তুলনা কোথায়? মাতার ক্ষমা কি জড় পৃথিবী ধরিত্রী অনুভব করিতে পারে? গর্ভাবস্থায়, শৈশবে, বাল্যে ও বয়োবৃদ্ধি সহকারে সন্তান করাঘাত, পদাঘাত, অবাধ্যতা, ক্রন্দন ও ক্রূরাচরণ করিয়া মাতার প্রতি কত অপরাধ ও ঘোরতর দৌরাত্ম্য করে, মাতা কেবল যে সে সকল সহ্য করেন, তাহা নহে, সব সহ্য করিয়া সন্তানের শুভ কামনা ও হিতানুষ্ঠানে নিয়ত রত থাকেন। মাতা শরীরের রক্ত দিয়া সন্তানের দেহ গঠন ও পোষণ করিয়া থাকেন। জননীর সন্তানের প্রতি অনিমেষ স্নেহদৃষ্টি এবং প্রাণের টান প্রাণহীন পৃথিবীর পক্ষে কিরূপে সম্ভবে? পৃথিবী না জানিয়া আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, মাতা সজ্ঞানে প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিতেছেন, এই জন্য পৃথিবীর কার্য্য অপেক্ষা মাতার কার্য্য অধিক মূল্যবান্ এবং মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতরা।

স্বর্গ এত গরীয়ান্ কেন? তাহা ঈশ্বরের পবিত্রভাব ও মঙ্গল জ্যোতিতে পূর্ণ। এই স্বর্গ ওখানে, এই স্বর্গ এখানে বলিয়া মানুষ অনুসন্ধান করে, বাস্তবিক কোথায়, কিছুই

---

* আদৌ মাতা গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধাত্রী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতে মাতরঃ স্মৃতাঃ।

স্থির করিতে পারে না। কিন্তু মাতা মূর্ত্তিমান্ জীবন্ত স্বর্গ। মাতার দৃষ্টিতে, মাতার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, মাতার প্রাণের গভীর অনুরাগে কত পবিত্রতা—কত ঈশ্বরীয় মঙ্গলভাব, কে তাহার পরিমাণ করিবে? মাতা সন্তানের কুরূপ দেখেন না—সন্তানের কুরূপকে তাঁহার ভালবাসার চক্ষে স্বরূপ করিয়া লন। মাতা সন্তানের মন্দ ভাবিতে পারেন না, "কুপুত্র যগুপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।" মাতা সন্তানের কুব্যবহার অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়া দেবতার নিকট তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করেন এবং কায়-মনোবাক্যে তাহার হিতসাধনে চেষ্টা করেন। প্রেমে পাগল করুণারূপিণী বিশ্বজননীর এমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রতিমা আর কোথায় দেখিব? স্বর্গ সকাম সাধক ও সুকৃতী পুণ্যবান্‌দিগের কামনা পূরণ ও পুরস্কার লাভের স্থান। কিন্তু অকৃতি অধম পতিত অস্পৃশ্য নারকীদিগকে মাতার ন্যায় আর কে হৃদয়ে টানিতে ও স্থান দান করিতে পারে? মাতার ন্যায় মলিনকে কে ধৌত ও পবিত্র করিয়া লইতে পারে? অতএব মাতা, স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা ও স্বর্গ হইতে গরীয়সী হইয়া পৃথিবী ও স্বর্গের মিলন-স্থান হইয়াছেন—মাতা মানবী, মাতা দেবী। মাতার হৃদয় সন্তানের সুখে ও দুঃখে জড়িত, কিন্তু মাতার হৃদয় সন্তানের চিরকল্যাণই প্রার্থনা করে। ভূস্বর্গ মাতার ন্যায় পৃথিবীতে শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় কে আছে? মাতাকে ধরিয়াই বিশ্বমাতাকে ধরা যায়—'মা' নাম করিয়াই সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা অতিক্রম করা যায়।

মাতা বিশ্বমাতার প্রেম হৃদয়ে পাইয়াছেন বলিয়া দুর্ব্বল হইয়াও সবল, অজ্ঞান হইয়াও দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ এবং দীন দুঃখী হইয়াও সন্তানকে পরম সুখে রাখিতে সমর্থ। মাতার অদ্ভুত কার্য্যের দৃষ্টান্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কে না জানেন দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে ঈগল পক্ষী শিশুকে লইয়া যায়, আর মাতা অদ্ভুত দৈববলে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন? দহ্যমান গৃহ হইতে এবং হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখ হইতে মাতা সন্তানকে কাড়িয়া লন? কুপিত কাল সর্পের ফণার সম্মুখে মাতা আপনাকে রাখিয়া সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এবং হিমাচ্ছন্ন দেশে নিদারুণ শীতে দুঃখিনী মাতা আপনার একমাত্র গাত্রবস্ত্রে সন্তানকে জড়িত করিয়া আত্মদেহ আনন্দে বিসর্জন করিয়াছেন!!

মাতার গুণে সন্তান যে বড়লোক হইয়াছে, ইতিহাস তাহারও শত সহস্র প্রমাণ দিবে। নেপোলিয়ান, ওয়াসিংটন, আগষ্টাইন, স্যর উইলিয়ম জোন্স, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র—স্বদেশে বিদেশে কত উদাহরণ রহিয়াছে। নেপোলিয়ান বলিয়াছেন, 'আমাকে ভাল মাতা দেও, আমি জাতিকে উন্নত করিয়া দিব।' ইহা অতি সারগর্ভ কথা।

মাতৃ-ঋণ কি কেহ কখনও পরিশোধ করিতে পারে? কৃতী ও ধনী হইয়া মাতার খোরাকীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া

যিনি মনে করেন মাতার ঋণ শোধ করিলাম, তিনি যেমন নির্বোধ, মাতার মৃত্যুর পর লক্ষ টাকা ব্যয়ে ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধ করিয়া যিনি মনে করেন, মাতার ঋণ শোধ করিলাম, তিনিও সেইরূপ অবোধ। মাতার স্তনের এক এক দুগ্ধধারায় শিশু-প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে—যদি এই এক ধারা প্রাণের তুল্যমূল্য হয়, এমন কত দুগ্ধ-ধারা ও স্নেহধারায় জীবন রক্ষিত ও গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মূল্য কে নির্দ্ধারণ করিবে? সুতরাং মাতার ঋণ অপরিশোধ্য। খোরাক পোষাক দিয়া কি সেবার্থ প্রতিনিধি স্বরূপ দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া কি মাতার প্রতি যথেষ্ট কর্ত্তব্য-সাধন হইতে পারে? ঘটাপূর্ব্বক মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া সুনাম পাওয়া ত নিজের স্বার্থ-পরতার চরিতার্থতা। এ স্থলে প্রাচীন শাস্ত্রের বিধি পালনই শ্রেয়ঃকল্প—"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।"

প্রত্যক্ষ দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া যেমন সেবা করিতে হয়, মাতাকে (পিতাকেও) সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে সন্তান (প্রতিনিধি দ্বারা নয়, কিন্তু স্বয়ং) বিশেষ রূপে তাঁহার সেবা করিবেক। জীবিত মাতাকে এইরূপে সেবা করিবার অধিকার যে পুত্র ও কন্যা পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্য-বতী। দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহারা মাতাকে হারাইয়াছেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাতৃ-মূর্ত্তি ও মাতৃগুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার নিত্য শ্রাদ্ধ করিবেন, আর জীবিত স্ত্রী পুত্র পোষ্যগণকে পালন করিবার জন্য যেমন অর্থব্যয় স্বীকার করেন, মাতার উদ্দেশে সাধুকার্য্যে অর্থ দান করিয়া কতক পরিমাণে মাতৃ-ঋণ পরিশোধে যত্নবান্ হইবেন। 'মাতৃদেবো ভব' মাতা ইহ-লোকেই থাকুন বা পরলোকেই থাকুন, সন্তান মাতাকে দেবতুল্য ভক্তি করিবেন, এই সনাতন ধর্ম্ম।

পত্রাবলী।

প্রথম পত্র—ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী।

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা বাবু! আমি আর পত্র লিখিব কি? আপনারা কলিকাতায় আছেন, কতই সুখে আছেন, এ বনবাসিনীর দুঃখের কথা আপনারা বুঝিবেন কি করিয়া? "এম, এ" পাশ দেখিয়া আপনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমাকে এই বনবাস-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! এ যে কি রকম ভয়ানক স্থান, তাহা আপনি বোধ হয় ধারণা করিতেও পারিবেন না। এখানে না আছে জলের কল, না আছে পাকা রাস্তা! এই গরমের সময়ে একটু বরফও মিলে না—একটু লেমনেড্‌ও

পাওয়া যায় না। চারিদিকে বন বাগান, মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। দোতালার ছাদে দাঁড়াইলে দেখিতে পাই, চাষা লোকেরা মাঠে লাঙ্গল চষিতেছে, রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, দরিদ্র রমণীরা কাপড় কাচিতেছে; এসব কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই! আচ্ছা দাদা বাবু, বলুন দেখি এ দেশে—এ পোড়া দেশে লোকে কি সুখে বাস করে? এই তো শুনিলেন বাহিরের সুখ, ঘরের সুখও তদধিক।—শাশুড়ী আমার যে রকম অবস্থায় থাকেন, তাহা দেখিলে চোখে জল আসে। তিনি স্বহস্তে রান্না করেন, খাবার তৈয়ার করেন, কুটনো কোটেন।—আরও আশ্চর্য্য কি চাকর যদি না আসে, তবে ঘরনিকানো, বাসন মাজা, সবই আপন হাতে করেন! আর বলিতে লজ্জা করে আমাকেও ঐ সব ঘৃণিত কাজ শিখাইতে চাহেন! লজ্জা ও অপমানে আমার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। আমার এই কষ্টের কথা যদি আপনার ভগিনীপতির কাছে বলি, তিনি কোনও প্রতীকার করা দূরে থাকুক, আরও বলেন "তুমি আমাকে ভাল বাসনা; আমাকে ভাল বাসিলে এই কষ্ট দুঃখ কত ভাল লাগিত।" দাদাবাবু! আমি বাবার অত আদরের মেয়ে ছিলাম, আমার বিবাহের সময়ে বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ বাঙ্গাল দেশে আসিয়া মরিতাম না; এখন আপনার চরণে আমার বিনীত প্রার্থনা, আমাকে এখান থেকে কলিকাতায় নিয়া যান। বৌ-দিদিকে আমার দুঃখের কথা জানাইবেন। নিবেদনমিতি।

আপনার স্নেহের ভগিনী
গিরিবালা—
যশোহর—চাপাঘাট।

২য় পত্র—ভগিনীর প্রতি ভ্রাতা।

প্রিয় ভগিনি! তোমার পত্র পাইয়াছি। পত্র পড়িয়া আমি যেমন বিস্মিত, তেমনি দুঃখিত হইলাম। এ জগতে স্ত্রীলোকের কয়টী প্রধান গুণ—সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, সেবাপরায়ণতা, সকলের উপরে পাতিব্রত্য। তোমাতে যে তাহার একটী গুণও আছে, তাহা তো বোধ হইল না! সতীশ বাবু তোমার স্বামী; তাঁহার মত ধার্ম্মিক, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, সহৃদয় স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারা বড় ভাগ্যের কথা। তুমি তাঁহাকে যে অবজ্ঞা করিয়া লিখিয়াছ, তাহাতে ভগবান্ তোমার উপরে রাগ করিতেছেন সন্দেহ নাই। ভগিনি! গৃহধর্ম্মের উদ্দেশ্য ধর্ম্মাচরণ। যতই স্বার্থ ছাড়িয়া পরের সুখের জন্য খাটিতে পারিবে, ততই ঈশ্বরের প্রেম তোমার ঘরে বিরাজিত হইবে।

আমাদের রমা তোমাদের ওদিকে গিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ী তোমার শ্বশুরবাড়ী হইতে তিন মাইল মাত্র দূরে। রমার শ্বশুর গঙ্গাস্নান করিতে এখানে আসিয়াছিলেন; তাঁহার মুখে রমার সুখ্যাতি শুনিয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তুমি রমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিও।

এখানে ছোট খোকার অসুখ; সে আরোগ্য হইলে তোমাকে আনিব। তোমার বৌ-দিদির আশীর্ব্বাদ জানিবে। অদ্য ইতি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা
শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা—চোরবাগান।

৩য় পত্র—রমার প্রতি গিরিবালা।

রমা দিদি! শুনিলাম তুমি এখানে আসিয়াছ। আমাদের এত ভালবাসা ছিল, এখন একটুকু পত্র লিখিয়াও মনে কর না! সবই আমার ভাগ্যের ঘটনা! ভাই, পাড়াগাঁয়ে মন টি‍ঁকিতেছে কি না, শ্বশুরবাড়ী কেমন লাগিয়াছে, আমাকে লিখিও। সুরেশ বাবু কোথায় আছেন, কি করেন লিখিও। রমা দিদি! আমি পিতৃমাতৃহীনা, চিরদিনই দারুণ মনের কষ্টে কাটাইলাম। পারি ত সে সব কথা পরে লিখিব। আজি এই পর্য্যন্ত। ইতি।

তোমারই গিরিবালা।
চাঁপাঘাট—যশোহর।

৪র্থ পত্র—গিরিবালার প্রতি রমা।

প্রিয় গিরিবালা,

তোমার পত্র পাইয়া যে কত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার কাছে পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া বড়ই ত্রুটি হইয়াছে। ভাই, কি করিব, আজি ছয়মাস এখানে আসিয়াছি, সংসারের কাজে এখনও বড় একটা সময় পাই না; তার পরে লেখা পড়া না করিলে উনি দুঃখিত হন, অনেক সময় সেলাই ও কারু-কাজ করিতেও হয়; এই সব কারণে তোমাকে পত্র লিখিতে পারি না, আমার হৃদয় বুঝিয়া তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। ভাই, পল্লি-গ্রাম আমার ত বড়ই ভাল লাগিয়াছে, মনে হয় যেন প্রকৃতি মায়ের শ্যামল স্নিগ্ধ রাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছি। আমাদের ঘরের জানালা খুলিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে যখন চারি দিকে দেখিতে থাকি, তখন চাঁদের সেই বিমল জ্যোৎস্না, পাখীর সেই মধুর কাকলী, আর নিদাঘ নৈশ মৃদু বাতাসের সেই স্নিগ্ধতা আমার শরীর ও মন পুলকিত করিতে থাকে! দিনের বেলায় ঘাটে বাসন মাজি, আর শ্যামল শস্যক্ষেত্র বাতাসে ঢেউ খেলাইতেছে দেখিতে থাকি, কি সুন্দর! আমাদের নিকটে নদী আছে, সকালে বিকালে সেখানে আমি জল আনিতে যাইয়া থাকি; ভাই, সেই চিত্রানদী যখন কূলে কূলে পুরিয়া থাকে; তীরের আম, জাম, সিমুল, অশ্বথ, বট, বাঁশ প্রভৃতি যখন তাহাতে মুখ দেখিতে থাকে; দাঁড়ী মাঝিরা নৌকা বাহিয়া যখন গান গাহিতে থাকে; দণ্ডের আঘাতে চঞ্চল ঢেউগুলি যখন বেলাভূমি চুম্বন করিতে থাকে আর সেই রজত-নিঃস্রাব তুল্য সলিলরাশি যখন উচ্ছলিত হইতে থাকে, তখন আমি আনন্দে, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকি! সে অনির্ব্বচনীয় সুখ লিখিয়া বুঝাইতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। এতো গেল বাহিরের সুখ—ঘরের সুখও আমার যথেষ্ট। আমি

স্বহস্তে জঙ্গুলে ডুমুরের দালনা, মোচার ঘণ্ট, লাউ ছেঁচ্কী প্রভৃতি যাহা কিছু রাঁধি, তোমার ভগিনীপতি এত আদরে তাহা খাইতে থাকেন যে, লজ্জায় ও আনন্দে আমি গলিয়া যাইতে থাকি! এখানে যে নূতন স্কুল হইয়াছে, উনি তাহার হেড্ মাষ্টার হইয়াছেন। রবিবারে আমি সমস্ত দিনই প্রায় ওঁর কাছে থাকিতে পাই। সে দিন আমাকে কত ধর্ম্মের কথা, জ্ঞানের কথা, নীতির কথা কতই শিখাইয়া থাকেন। ভাই, ভগবান্ তাঁহার এ অযোগ্য সন্তানকে এত সুখী কেন করিলেন, জানি না। তাঁহার দয়াকে শত ধন্যবাদ।

প্রিয় বোন! তোমার মনে কি অসুখ? সতীশ বাবুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। তোমার যখন অবকাশ হয়, আমাকে পত্র লিখিবে। আজি এই পর্য্যন্ত। ইতি।

তোমার রমা দিদি।

৫ম পত্র—ভ্রাতৃজায়ার প্রতি গিরিবালা।

বৌদিদি!

এতদিনের পরে বুঝিলাম যে, এ সংসারে মানব অসুখী হয় কেন? এ জগতে যে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, সুখ তাহারই করতলে। যে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট, তাহার কিছুতেই সুখ হয় না; নিত্য নূতন অভাব আসিয়া তাহার হৃদয় ও সংসার অধিকার করে। যে খেলে, সত্য সত্যই সে কানা কড়িতেও খেলিতে পারে। বৌদিদি যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করিবেন এখন হইতে যেন আমি আমার নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারি। দাদাকে আমার প্রণাম দিয়া বলিবেন আমি কলিকাতায় যাইব না। খোকার আরোগ্য-সংবাদে সুস্থির করিবেন। এখানে ইতি।

আপনাদেরই
গিরিবালা।

লেখিকা শ্রীমা—

দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ।

উত্তর মেরুপ্রদেশের সমগ্র অংশ আবিষ্কার করিবার জন্ত কয়েক বৎসর হইতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা হইতেছে। ইংলণ্ড, ইউনাইটেড ষ্টেট্স, জার্ম্মণি, ডেনমার্ক প্রভৃতি প্রদেশের কতকগুলি অসমসাহসিক নাবিক ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। অল্প কাল মধ্যে ইঁহাদিগের চেষ্টায় মানবজাতি উত্তর মেরু সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইয়াছে। উত্তর মেরু প্রদেশের অদ্যাপি অজ্ঞাত অংশ আবিষ্কারে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য অধিবাসিগণ যেরূপ উৎসাহবান্, দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ আবিষ্কার সম্বন্ধে সেরূপ

নহেন। ইহার একটি কারণ এই যে, সাধারণের বিশ্বাস যে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ কেবল তুষারময়, তথায় জীবজন্তুর বাস নাই এবং বৃক্ষ লতাদির অস্তিত্ব নাই। ১৮৪১ সালে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথম কাপ্তেন রস্ দলবলসহ যাত্রা করেন। তাঁহার পরে ঐ প্রদেশ আবিষ্কার জন্য আর কেহ চেষ্টা করেন নাই। কাপ্তেন রস ঐ প্রদেশে একটী তুষারাবৃত দ্বীপ আবিষ্কার করেন। উহাকে তিনি ফ্রাঙ্কলিন্ দ্বীপ নামে অভিহিত করেন। ঐ দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে মানুষ কখনও প্রবেশ করে নাই। ঐ দ্বীপে কাপ্তেন্ রস্ দুইটী আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেন; উহার একটীর নাম টেরর ও অপরটীর নাম ইরিবস্ রাখা হয়। যখন কাপ্তেন রস্ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শেষোক্ত পর্ব্বত হইতে অনবরত অগ্ন্যুদ্গম হইতেছিল। ঐ সময়ের পর কোনও মানব-চক্ষু ইরিবস্ পর্ব্বতের উপর পতিত হয় নাই। ইরিবস্ পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে এ পর্য্যন্ত কেহ যাত্রা করে নাই। কাপ্তেন রস্ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। দুর্লঙ্ঘ্য তুষারময় উচ্চ প্রাচীর তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল।

এত দিন পরে মেরুপ্রদেশের প্রতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সম্প্রতি চারি দল অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ঐ প্রদেশে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। চারি দল স্কট্লণ্ড, ইংলণ্ড, জার্ম্মণি ও সুইডেন এই চারিটী বিভিন্ন দেশের। ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য। স্কটলণ্ডের পণ্ডিত দলের বাসনা দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে বার মাসে জলবায়ুর কিরূপ বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, তাহা অবলোকন করিয়া তাহার সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। ইংরাজ ও জর্ম্মণ পণ্ডিতদলের সংকল্প ঐ প্রদেশের তাড়িত সম্বন্ধীয় অবস্থার তত্ত্ব সংগ্রহ করিবেন। সুইডেনের পণ্ডিত দল ঐ প্রদেশে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। প্রতি দলের সঙ্গে তিন চারি খানি জাহাজ থাকিবে।

সিগারেটের অপকারিতা।

আজ কাল বঙ্গের সকল স্থানেই পান তামাকের ন্যায় সিগারেটের প্রচার হইয়াছে। আবালবৃদ্ধ সকলেই সিগারেটের ধূম পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিগারেট এক প্রকার চুরুট, কিন্তু চুরুটের ন্যায় তীব্র না হইলেও চুরুটের অপেক্ষাও ইহা অপকারী। সিগারেটের সহিত অদৃশ্যভাবে আফিং মিশ্রিত আছে, এই জন্যই উহার নেশা চুরুট বা তামাকের অপেক্ষা মোহকারী। ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীরই

অতি অল্পবয়স্ক বালক পর্য্যন্ত সিগারেট সেবন করিতেছে। ইহার মূল্য সামান্য, অধিকন্তু ইহা বিলাতী জিনিষ। এই জন্য সাধারণতঃ লোকের সিগারেট-সেবনে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমাদিগের পাঠিকা-বর্গের মধ্যেই এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁহারা সিগারেটের ফল সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। ইহাঁরা বোধ হয় ইহাঁ-দিগের নিজের পুত্রগণ বা পরিবারস্থ আত্মীয় বালকদিগকে সিগারেট-ধূমপানে নিরত দেখিয়াও তাহাদিগকে ঐ অভ্যাস হইতে বিরত হইতে কখনও উপদেশ দেন না। কিন্তু সিগারেট-পানের অপকারিতার বিষয় সম্যক্ অবগত হইলে তাঁহারা কখনও এই কু-অভ্যাসের প্রতি উদাসীন থাকিবেন না।

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে সিগারেট-সেবনের অত্যধিক প্রচার দেখিয়া তত্তৎ দেশের ভিষক্-বর্গ শঙ্কিত হইয়াছেন। বহু পরীক্ষার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহা শরীর ও মনের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। ইহা সেবনে মানসিক সমস্ত বৃত্তিনিচয়ের জড়তা উপস্থিত হয়। অনেকে বলিবেন যে, সিগারেট-সেবী অনেক লোককে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দেখা যায়। সিগারেট-সেবী যেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিউন্ না কেন, সিগারেট-সেবনের অভ্যাস ত্যাগ করিলে তিনি তদপেক্ষা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিতে পারিবেন, পরীক্ষার পর ভিষক্‌গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাঁরা বলেন এক বৎসর বা দুই বৎসরের অভ্যাসের ফল তেমন স্পষ্ট অনুভব না হইতে পারে, কিন্তু চারি পাঁচ বৎসর কাল এই অভ্যাসের দাস হওয়াতে বুদ্ধির অত্যন্ত জড়তা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ লোক অনেক দেখা গিয়াছে। এই দেশেই বয়স্ক সিগারেট-সেবি-গণকে ক্রমশঃ নিরুৎসাহ নির্জ্জীব ভাব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি। সিগারেট-সেবনের কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা অধ্যয়নে নিমগ্ন ও চিন্তাশীল ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের অধ্যয়নে অপ্রবৃত্তি হইয়াছে এবং চিন্তা করিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে, এরূপ সদ্বিদ্বান্ লোক আমরা দেখিয়াছি। কেবল মানসিক জড়তাই যে এই অভ্যাসের ফল তাহা নহে, আলস্যপরায়ণতা ও শারীরিক অবসন্নতাও এই অভ্যাসের সহগামী। সিগারেট-সেবী লোকদিগের অতি সহজেই ফুস্ফুসের উৎকট রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। যাহা-দিগের হৃৎপিণ্ড স্বভাবতঃ কিছু ক্ষীণ, সিগারেট-সেবনের অভ্যাস করিলে তাহা-দিগের ঐ যন্ত্রের অসাধ্য রোগ জন্মিয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে যাহারা এই অভ্যাস করে, তাহাদিগের আয়ুহ্রাস হয় এবং প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য রোগ ও জরাময় হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ সিগারেট-সেবীরা অকর্ম্মণ্য, রোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে এই অভ্যাস গত দশ পনর বৎসরের মধ্যেই

অত্যন্ত বিস্তার-লাভ করিয়াছে। এদেশে এখনও ইহার সম্পূর্ণ পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু বিলাতে ইহার সম্যক্ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে পরীক্ষা-প্রসূত সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া যেন আমরা সাবধান হই।

পাঠিকাগণের প্রতি অনুরোধ যে, তাঁহারা যখনই তাঁহাদিগের পরিবারস্থ কাহাকেও সিগারেট-সেবনের বশবর্ত্তী দেখিবেন, তখনই ইহার অপকারিতার কথা উল্লেখ করিয়া যেন তাহাদিগকে ঐ কু-অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করেন।

শোক-গাথা।*

(কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)।

১

অই! অই! অই!—
গরজে জীমূত মন্দ্র,
"বাঙ্গালার হেমচন্দ্র—
অভাগীর হৃদিরত্ন অঞ্চলের ধন,
আর নাই! আর নাই!"
কি আর শুনিবে ভাই,
জননীর সর্ব্বনাশ করেছে শমন!

২

দেখিনু উষার রবি,
রুচির উজল ছবি,
ভূতলে ঢালিয়া দিল কনক-কিরণ;
পরশ পরশি ধরা,
হইল সুবর্ণ-ভরা,
গিরি নদী তরু ভরা কষিত কাঞ্চন।

৩

তার পরে দ্বিপ্রহর,
রাজবেশ প্রভাকর,
তারি আলো—তারি ছটা যেই দিকে চাই,
তারি রূপে বসুন্ধরা
হইল আনন্দ-ভরা,
তারি আধিপত্য বিনা আর কিছু নাই।

৪

হায় রে সায়াহ্নে একি,
সেই দিনমণি দেখি
শৌর্য্য বীর্য্য-দীপ্তি-ছটা দিয়াছে বিতরি;
ভূপতি সাজিল যোগী,
সুখ ভোগে নহে ভোগী,
চলিল অনন্ত ধামে সব পরিহরি!

৫

ভারতীর প্রিয় ছেলে!
তুমিও তেমনি এলে
বঙ্গের হৃদয়াকাশে তরুণ তপন;
সোণার কিরণ লাগি,
সাহিত্য উঠিল জাগি,
হাসিল সোণালী ছটা জুড়া'ল নয়ন!

* গত ৩রা জুলাই ওভারটুন হলে কবির স্মরণার্থ যে মহাসভা হয়, তাহাতে এই কবিতা বিতরিত হইয়াছিল।

৬

যৌবনে সূর্য্যের মত
উদ্যম উৎসাহ কত,
ভাগ্য, যশঃ, বিদ্যা, ধন করিলে অর্জ্জন;
অভাগিনী বঙ্গ মা'রে,
সাজালে কবিতা-হারে,
শুনাইলে বৃত্র-বধে অশনি-গর্জ্জন!

৭

"দশ মহাবিদ্যা" রূপ,
দেখাইলে অপরূপ!
মায়াময়ী "ছায়াময়ী" খেলিল উল্লাসে;
বিধবা, কুলীন মেয়ে,
তাহাদের মুখ চেয়ে,
কাঁদিলে কতই ক্ষোভে মনের হতাশে!!

৮

"ভারত-সঙ্গীত" গাথা—
প্রাণের গভীর ব্যথা
ঢালিলে দীপক রাগে জ্বালায়ে অনল;
জননীর সু-সন্তান,
সরল উদার প্রাণ,
স্বদেশ-প্রেমিক, চিত্ত সরল কোমল!

৯

হায়! তুমি ভাগ্য শেষে,
সায়াহ্ন তপন-বেশে,
বারাণসী স্বর্ণগিরি করিলে প্রয়াণ;
পর-দত্ত অনুগ্রহ—
সে ব্যথা যে দুর্ব্বিবহ!
হায় রে অদৃষ্ট-লিপি কে জানে সন্ধান!

১০

ধন মান ভাগ্য যশঃ,
চির দিন নহে বশ,
নেত্ররত্ন দৃষ্টি-শক্তি—তাও হারাইয়া,
সন্ধ্যার তপন-বেশে,
গেলে আজ দেব-দেশে,
রহিল ধরার সব ধরায় পড়িয়া!

১১

যাও যাও কবিবর!
আছে আনন্দের ঘর,
ব্যথিত তাপিত প্রাণ পাইবে সান্ত্বনা;
ডাকিছে ত্রিদিব-বাসী,
ভুঞ্জিতে অমৃত-রাশি,
ডাকিছে স্নেহের কোলে শ্বেত-পদ্মাসনা।

১২

যাও যাও কবিবর!
সর্ব্ব-শোক-রোগ-হর
অজর অমরপুর—শান্তির সদন;
ভূতলে যা' রেখে গেলে,
সহস্র মরণ এলে,
মরিবে না, ভাঙিবে না, যাবে না কখন।

সাগরদাঁড়ী,
আষাঢ়, ১৩১০।

লেখিকা—
শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

শিষ্য কর্তৃক গুরুর উদ্ধার।

সাধু মীনানাথ ও গোরক্ষনাথ।

সাধুসঙ্গঃ সদাচারো ভক্তিশ্চ পরমেশ্বরে।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ॥

এই অসার সংসারে সাধুসঙ্গ, সদাচার ও পরমেশ্বরে ভক্তি—এই তিনটী মুক্তির সার উপায় ভাবিও।

মীননাথ সুপ্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথের গুরু। গুরু ও শিষ্য, উভয়েই যোগী এবং নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন। "দোঁহেই সাধনসিদ্ধ, দোঁহেই নিষ্কাম।" কৌপীন মাত্র সম্বল। মুখে সর্ব্বদা হরিনাম, হৃদয়ে হরি-ভাবনা ও হরিরূপ ধ্যান এবং হরি-প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কথা ছিল না। ত্যাগে যেমন সুখ ও আনন্দ, ভোগে তেমন নাই। মহানন্দে তাঁহাদের দিন কাটিত।

সাধু ও সন্ন্যাসিগণ প্রায় এক স্থানে থাকিতে ভাল বাসেন না। মীননাথের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তিনি শিষ্যসহ দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন। শাস্ত্রে আছে, যেথানে শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল শ্রুত হয়, বিহঙ্গের মধুর কাকলী এবং পাদপ পুষ্প-শোভিত ও ফল-ভারে অবনত দৃষ্ট হয়—এবম্বিধ স্থানে বসিয়া সাধকেরা হরিধ্যান করিবেন। মীননাথ শাস্ত্রোক্ত এই উপদেশের অনুসরণ করিতেন। তিনি শিষ্যসহ পর্য্যটন করিতে করিতে যে স্থান ভজনের বিশেষ অনুকূল বোধ করিতেন, তথায় অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহারা কোনও রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। স্বীয় গৃহপ্রাঙ্গণে অতিথি সমাগত দেখিয়া রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অতিথির সেবা করিয়া চরিতার্থ হইবেন, প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিবেন ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর যথোচিত শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক অনুরাগের সহিত তিনি অতিথির সেবা করিলেন।

মানব মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! রাজার সৌজন্য ও শিষ্ট ব্যবহারে মীননাথ প্রীত হইয়া রাজভবনে কিছুদিন থাকিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শিষ্য বলিলেন, "ঠাকুর! বিষয়ীর সংসর্গে থাকা উচিত নয়। যতিদিগের পক্ষে নিঃসঙ্গতা বাঞ্ছনীয়। সঙ্গ হইতে অশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। অতএব চলুন, আর বিলম্ব না করিয়া আমরা অন্যত্র গমন করি।" মীননাথ বলিলেন, "এই রাজার ঈশ্বরে ভক্তি নাই দেখিতেছি; যাহাতে ইনি ঈশ্বরানুরাগী হন, ইহাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয়, তজ্জন্য আমাদিগের চেষ্টা করা উচিত।" "এই অবৈষ্ণব স্থানে আমি এক দণ্ডও থাকা কর্ত্তব্য নয়" বলিয়া গোরক্ষনাথ প্রস্থান করিলেন।

রাজার সঙ্গে মীননাথের অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল। বহু অর্থ দানে রাজা তাঁহাকে প্রীত করিলেন। সংসর্গ ও শিক্ষাগুণে মানুষের স্বভাব গঠিত হয়। রাজা অত্যন্ত

অক্ষক্রীড়া-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া মীননাথ অক্ষক্রীড়া শিক্ষা করিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি নৃপতি-সহ অক্ষক্রীড়ায় কাটাইতেন। শাস্ত্রে আছে, "অক্ষক্রীড়া নরকের দ্বার স্বরূপ। পুণ্যশ্লোক নলরাজা এবং যুধিষ্ঠির মহারাজা অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া অধোগামী হইয়াছিলেন।" মীননাথ অক্ষক্রীড়ায় মত্ত হইয়া পরমার্থ ভুলিলেন—"হেন যে পরম সাধু ভুলিল যথার্থ।"

বিষয়ীর সঙ্গে অবস্থান ও বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। ভগবদ্গীতার কথা অতি সত্য কথা—আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে ক্রমে বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়।

অহরহ বিষয়-চিন্তায় মীননাথ রাজার সহিত "রাজবিষয়ী" হইল। রাজা মহা-সমারোহে তাঁহাকে নিজকন্যা সম্প্রদান করিলেন। গোরক্ষনাথ সংবাদ পাইয়া আসিয়া বিবাহ হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি অনেক বুঝাইলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সব পণ্ড হইল। পরমহংসদেব বলিতেন, "বদ্ধ জীবের হৃদয় পাষাণসদৃশ। পাষাণে যেমন পেরেক বিদ্ধ হয় না, বদ্ধজীবের হৃদয়ে তেমনি ধর্ম্ম কথা স্থান পায় না।" অনন্তর নবপরিণীতা পত্নীর সহিত তিনি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। কিয়ৎকালের পর রাজার লোকান্তর হইলে তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে সংসার পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিল—পারমার্থিক চিন্তা ও ভাব হইতে তাঁহার পূর্ণ বিচ্যুতি ঘটিল।

পরমহংসদেব আর একটী কথা বলিয়া-ছেন, "যে মূলা খায়, তাহার মূলার ঢেকুর উঠে।" মানুষ সর্ব্বদা যেরূপ চিন্তা করে, তাহার বাক্য ও লেখার মধ্য দিয়া সেইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। লজ্জা ও ঘৃণার কথা—বিষয়াসক্তিকালে মীননাথ "স্মর-দীপিকা" নামক একখানি অশ্লীল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন!

মীননাথকে ঘোর বিষয়াসক্ত দেখিয়া গোরক্ষনাথ দুঃখে অন্যত্র গমন করিয়া-ছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি মীননাথের রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কৌশলে গুরুদেবের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রহরিগণ তাঁহাকে রাজার সমীপস্থ হইতে দিত না। এক দিন তিনি ঢোল বাজাইয়া "গোরখা আয়া" বলিতে বলিতে প্রাসাদের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কণ্ঠ-ধ্বনিতে মীননাথ গোরক্ষনাথ আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। বহুকালের পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ে প্রীত হইলেন। তদবধি গোরক্ষনাথ যখন ইচ্ছা মীননাথের কাছে গমন করিতেন, কেহ আর তাঁহাকে বাধা দিত না। গোরক্ষনাথ গুরুর জন্য

সদাই চিন্তিত। কিসে গুরুর উদ্ধার হইবে, কিসে তাঁহার বন্ধন ছিন্ন হইবে, বাসনার ক্ষয় হইবে, এই প্রার্থনাই তিনি সর্ব্বদা ভগবানের কাছে করিতেন। মীননাথ তাঁহার গুরু। শিষ্য হইয়া তিনি ত আর গুরুকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন না, সে অধিকার যে তাঁহার নাই। সুতরাং তিনি কৌশলে ইতি উতি করিয়া তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু কোন ক্রমেই গুরুর আর জ্ঞানোদয় হইল না। হায় মীননাথ! "কি করিলে মোহের ছলনে, গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলে পথ হারাইলে গহনে!!!"

একদিন গোরক্ষনাথ গুরুদেবকে বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি পূর্ব্বে আমায় যে সকল ধর্ম্মতত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বলিতেছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা একবার শ্রবণ করুন্।" অনন্তর তিনি পূর্ব্বশিক্ষিত সাংখ্যতত্ব, আত্মতত্ব, ভক্তি-তত্ব প্রভৃতি গুরুদেবের নিকট বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে মীননাথের পূর্ব্ব-সংস্কার জাগিয়া উঠিল, চিত্ত নির্ম্মল হইল এবং কলঙ্কিত জীবনের জন্য আত্মগ্লানি জন্মিল। তিনি কাঁদিয়া গোরক্ষনাথকে বলিলেন "আরে গোরখা! আমি বিষ খাইয়াছি। আমি মাথায় আগুন জালিয়া দিয়াছি। আমায় ধিক্ ধিক্! এক্ষণে কি করিব বল।" গোরক্ষনাথ বলিলেন, এ স্থানে আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই কর্ত্তব্য। মীননাথ তাঁহার কথা অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর একদিন গোপনে তাঁহারা তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কেহই এ কথা জানিতে পারিল না। বিষয়ের এমনি আকর্ষণ যে, মানুষ তাহা ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারে না। যাত্রাকালে মীননাথ একটী থলী মণিমাণিক্যাদিতে পূর্ণ করিয়া সঙ্গে লইলেন। গোরক্ষনাথ তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন অর্থই অনর্থের মূল। ইহা মানুষকে যোগভ্রষ্ট করে। সুতরাং ইহাতে আর প্রয়োজন কি! ইহা পরিত্যাগ করাই উচিত। নিকটে গিয়া গোরক্ষনাথকে বলিলেন, প্রভু আপনার হাতে যে পুঁটুলিটী আছে, তাহা বেশী দূর বহিলে আপনার হাতে বেদনা হইবে, তাহা আমায় দিন্। তিনি এই বলিয়া তাঁহার হাত হইতে পুঁটুলিটী লইলেন। মীননাথ অগ্রে এবং গোরক্ষনাথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইয়া গোরক্ষনাথ পুটুলীর মধ্যস্থিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি অলক্ষিতভাবে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর মীননাথ তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলে গোরক্ষনাথ বলিলেন, মণি মুক্তা "হরিভক্তের নিকটে অতি তুচ্ছ পদার্থ—যোগার্থী সাধকের পরম শত্রু—মুমুক্ষুর পক্ষে সমূহ অমঙ্গলের কারণ। প্রভু! আমি বুঝিতেছি, এ কেবল আপনার অনর্থমাত্র।" মীননাথের হৃদয়ে ধিক্কার জন্মিল—নির্ব্বীর্য্য অহিবর সর্প-জীবীর মন্ত্রবলে যেন পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি গোরক্ষনাথকে বলিলেন,—

পরম রতন কৃষ্ণভক্তি, তাহা ছাড়ি।
অতি তুচ্ছ রাজ্যাস্পদ অন্ধকূপে পড়ি॥
মৃত্তিকার বিকার যে প্রাকৃত মণিরত্ন।
মায়ার অধীন হৈয়া কৈন্থ তাহে যত্ন॥
ইহাতে বুঝিয়ে ভাই সাবধান হও।
কুসঙ্গ যে কালসর্প সদাই ডরাও॥
অন্ত সর্প দংশিলে যে মন্ত্রে নিবারয়।
কুসঙ্গ সর্পের দংশে অবশ্য মরয়॥
দন্তে তৃণ করি নিবেদয়ে কৃষ্ণদাস।
অবৈষ্ণবের সঙ্গে যেন হয় না হে বাস॥

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন, "কয়-লাকো ময়লা ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ।" ভগবৎ-প্রেম অগ্নির ন্যায়। ভগবানের কৃপায় যাহার হৃদয়ে প্রেম জন্মে, সংসার-বাসনা তাহাতে আর থাকিতে পারে না। পাপাসক্তি সে হৃদয় হইতে পলায়ন করে। অঙ্গারসম মলিন হৃদয় দিব্য কান্তি ধারণ করে। প্রেমাগ্নির তেজে মীননাথের অসৎ প্রবৃত্তিসমূহ দগ্ধ হইলে তিনি সুন্দর ভাগবতী তনু লাভ করিলেন। তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। নবপ্রকৃতি লাভ করিয়া মীননাথ জীবনের সায়ংকালে পুনরায় ভগবানের শরণাগত হইয়া শীতল হইলেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

প্রাণি-তত্ত্ব।

১। মেষপালক সারস।

দক্ষিণ আমেরিকার ভেন্‌জুলা প্রদেশে যকমিক নামক একজাতীয় সারস দৃষ্ট হয়, ইহারা পক্ষী জাতির মধ্যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। ভেন্‌জুলাবাসিগণ ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পুষিয়া থাকে। ইহারা সহজে পোষ মানে এবং গৃহস্থের অনেক উপকারে আসিয়া থাকে। কুকুরের ন্যায় ইহারা মেষরক্ষণে বিশেষ পটু। মেষপাল যে কোনও দিকে গমন করুক না কেন, বিপথগামী হইয়াও অজ্ঞাত প্রান্তর বা গহনে বিচরণ করুক না কেন, যকমিক নিশ্চয়ই তাহাদিগকে খুঁজিয়া রাত্রিকালে তাড়াইয়া বাটীতে আনিবে। গৃহস্থ যকমিকের প্রতি মেষ রক্ষণের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। পক্ষী দ্বারা মেষরক্ষণ অতীব কৌতুকাবহ!

২। তিমিশিরা সারস।

এই জাতীয় সারস কেবল আফ্রিকার নীল নদের উপকূলে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের মস্তক তিমির ন্যায় বলিয়া ইহাদিগকে তিমিশিরা সারস বলিয়া থাকে। ইহাদিগের চঞ্চু দশ ইঞ্চ লম্বা ও তাহার উপরিভাগ চারি ইঞ্চ প্রশস্ত। সময়ে সময়ে ইহারা নদের নিকটস্থ অন্যান্য জলাশয়েও থাকে, গ্রীষ্মকালে সেই সকল শুষ্ক হইলে দলে দলে নীল নদের তীরে বিচরণ করিতে থাকে। সচরাচর ইহারা চলিয়া বা দৌড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু কেহ

খুলি করিলে অত্যন্ত উচ্চে উঠে ও বড় বড় বৃক্ষের অত্যুচ্চ শাখায় বসে। কচ্ছপ, মৎস্য, ভেক, জলচর সর্প প্রভৃতি জন্তু ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। ইহারা মৃত-দেহও ভক্ষণ করিয়া থাকে। উচ্চভূমি বা বৃক্ষের উপর এবং পর্ব্বত কন্দরে রাত্রি যাপন করে। বর্ষাকালে (জুলাই ও আগষ্ট মাসে) সমস্ত দেশ জলমগ্ন হইলে ইহারা উচ্চ ভূমিতে গুহা ও ঝোপের মধ্যে ও লম্বা লম্বা বাঁশের মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ডিম্ব প্রসব করে। কখন কখন নদী-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে যথায় মনুষ্য-সমাগম বিরল, দীর্ঘ চঞ্চু দ্বারা ভূমি খনন করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব রক্ষা করিয়া থাকে। একজন ভ্রমণকারী এইরূপ একটী দ্বীপে একটী গর্ত্তমধ্যে দ্বাদশটী ডিম্ব দেখিয়াছিলেন।

৩। মক্ষিকা।

মশক যেরূপ ম্যালেরিয়া বিষ বিস্তার করিয়া প্রাণিজগতের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, মক্ষিকাও তদ্রূপ সংক্রামক-রোগ-বীজ বহন দ্বারা সমূহ অপকার করিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিষমজ্বর মক্ষিকা কর্ত্তৃক বিস্তারিত হইয়া মহান্ অনর্থ সংঘটন করিতেছে। ক্ষত ঘা ব্রণাদি চর্ম্মরোগ ইহাদিগের সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া বিশেষ ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ নিহিত আছে, তজ্জন্য ইহারা যে সকল দ্রব্যের আস্বাদন গ্রহণ করে, তাহা বিকৃত হইয়া যায়। আম্র তাল প্রভৃতি পক্ক ফলে মেছতা পড়িলে তাহা বিস্বাদ ও খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও অন্যান্য পানীয় মধ্যে মক্ষিকা পতিত হইলে তাহা আহার করা অনুচিত। বিশেষতঃ ইহার পক্ষও এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থে নির্ম্মিত। অসাব-ধানতা বশতঃ তাহা কণ্ঠস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ উদ্গিরিত হয়। বমন করাইবার জন্য অনেক চিকিৎসক মক্ষিকার পক্ষ কৌশলে সেবন করাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা উচিত নহে, কারণ মক্ষিকা-আহার দ্বারা বমন হইলে তাহা সমধিক কষ্টদায়ক হয়। সকল স্থানেই মক্ষিকার উপদ্রব। তন্মধ্যে জঞ্জালপূর্ণ দুর্গন্ধময় স্থানেই ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। শীতকালে কোন কোন স্থানে ইহাদিগের দৌরাত্ম্য কম বোধ হয় বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহারা বড়ই উত্ত্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাদিগের উপদ্রবে খাদ্য দ্রব্যাদি অনাবৃত রাখিবার যো নাই। ভোজনকালে বড়ই বিঘ্নকর হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার স্থানে বসিয়া এবং নিয়ত পাখার বাতাস দিয়া সভয়ে আহার করিতে হয়। হঠাৎ পক্ষাংশ মাত্র গলাধঃকৃত হইলেই মহাবিপদ্—অন্ন-প্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উদ্গিরিত হইয়া থাকে। কবাটাদি বন্ধ করিয়া গৃহ অন্ধকার করিলে এবং মশারি দ্বারা আবৃত থাকিলে ইহাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে কতকটা অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব। রাত্রিতে ইহারা অন্ধ হইলে অনেক নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ইহাদিগের বংশ-বৃদ্ধিও অত্যধিক। পৌরাণিক রক্তবীজের বংশও বোধ হয় ইহা-দিগের সমকক্ষ নহে! একজন বৈজ্ঞানিক

গণনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন একটী ঋতুতে একমাত্র স্ত্রী মক্ষিকা ২,৫০,০০,০০০ আড়াই কোটি মক্ষিকা প্রসব করিয়া থাকে। মশক ও ছারপোকার বংশ এত অধিক নহে। টিকটিকি, ভেক, মাকড়সা প্রভৃতি কতকগুলি মক্ষিকাভুক্ জন্তু ইহার পরম শত্রু। ইহারা না থাকিলে মক্ষিকা দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন হইত, এবং মনুষ্য, পশু ও অন্যান্য জীবগণের কষ্টের ইয়ত্তা থাকিত না।

জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন।

স। ভাই, তোমার কাছে অনেক জ্ঞান পেয়েছি। একটী জিজ্ঞাস্য আছে, পূর্ব্ব জন্ম আছে কি না?

জ্ঞা। এ প্রশ্ন বড় কঠিন প্রশ্ন। ইহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নহে। হয় শাস্ত্র কথা ধরিয়া—নয় অনুমান করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এ কথা না তোলাই ভাল।

স। শাস্ত্রে কি বলে?

জ্ঞা। এ দেশের শাস্ত্রের কথা কি জান না? অশীতি কোটি যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্ম হয়। তুমি আমি কীট পতঙ্গ মৎস্য সরীসৃপ পক্ষী পশু ছিলাম, এখন মানুষ হইয়াছি।

স। বিলাতের ডারউইন সাহেবও না এইরূপ বলেন? মানুষ আগে বানর ছিল, ক্রমবিকাশে লেজ খসিয়া গিয়া মানুষ-আকার হইয়াছে?

জ্ঞা। ডারউইন একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, এখন তাঁহার কথা এককালে অগ্রাহ্য করিবার নয়। কিন্তু তথাপি তাঁহার মতও অনুমান-সিদ্ধান্ত মাত্র। সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা করিয়াও একটী বানরকে কেহ মানুষ করিতে পারে না। নানাবিধ জীব-জাতির মধ্যে অল্পাধিক সৌসাদৃশ্য থাকিলেও সৃষ্টিকর্ত্তা বিভিন্ন প্রকার জীব-জাতিকে কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিজ্ঞান আজও তাহার সন্ধান পায় নাই। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তিনি বিচিত্র ভাবে জীব রচনা করিয়াছেন।

স। এ দেশের সাধারণ লোকের সংস্কার যে অমুক পূর্ব্ব জন্মে শূকর ছিল, না হইলে এত ম্লেচ্ছ কেন? আর অমুকের মা একটী গাভী হইয়া জন্মিয়াছে।

জ্ঞা। সাধারণের সংস্কারের কথা বলিও না। ব্রহ্ম দেশের লোকে কোন্ ব্যক্তি কোথায় জন্মিয়াছে, তাহা ঠিক্ করে। একজন খাতক এক মহাজনের নিকট টাকা ধার করে, তার পিঠে একটা দাগ ছিল। খাতক মরিয়া গেল। মহাজন সন্ধান করিতে লাগিল সে কোথায় জন্মিয়াছে। পরে পিঠে সেইরূপ দাগ-ওয়ালা এক বালককে ধরিল। সকলেরই বিশ্বাস এই সেই মৃত খাতক। ইহা লইয়া আদালতে কৌতুকজনক মোকর্দ্দমা হইয়া-

ছিল। জজ অবশ্য সাধারণের সংস্কার প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই।

স। সে যাহা হউক, কিন্তু ভাই পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বাসের কতকগুলি অকাট্য যুক্তি আছে। একটি কথার উত্তর দেও দেখি। মানব-সংসারে অবস্থার এত তারতম্য কেন? কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ জন্ম হইতে সুস্থ ও সবল, কেহ রুগ্ন ও দুর্ব্বল, কেহ জন্মান্ধ, কেহ জন্ম-খোঁড়া। ঈশ্বর এরূপ করিয়াছেন বলিলে তাঁহার ন্যায়পরতার উপর দোষারোপ করা হয়। মানুষ আপনার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিলে ন্যায়বান্ ঈশ্বরে কোনও দোষস্পর্শ হয় না।

জ্ঞা। ইহার উত্তরে কয়েকটী কথা বলিতে হয়ঃ—

(১) বিচিত্রতা ঈশ্বরের সৃষ্টির লক্ষণ। জড় ও উদ্ভিদ জগতে ছোট বড় আছে। কোথায় উচ্চ হিমালয়, কোথায় বালুকণা, কোথায় বিশাল শালবৃক্ষ আর কোথায় দূর্ব্বা গাছ! জীব জগতেও সেইরূপ নিয়ম। রাজা রামমোহন গাইয়াছেনঃ—

"দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
অনুক্ষণ সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা।"

সকল পদার্থ একরূপ হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র, সৌন্দর্য্য ও পরস্পর-উপযোগিতা থাকিত না এবং ঈশ্বরের বিচিত্র মহিমার পরিচয় পাওয়া যাইত না।

(২) দরিদ্র হওয়া বা ধনী হওয়া পাপ পুণ্যের ফল যাঁহারা বলেন, তাঁহারা অতি স্থূলদর্শী। পুণ্যবান্ ব্যক্তি ধনৈশ্বর্য্য চান না, ঈশ্বরে মতি ভক্তি চান। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে যদি ধনীর ঘরে জন্ম হয়, তবে ধনিসন্তানের ঈশ্বরে মতি ভক্তি এত কম কেন? পাপ ও দুরাচারের প্রবৃত্তি এত প্রবল কেন? অনেক ধনীর জীবনের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্বজন্মে (যদি পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস করিতে হয়) তাহারা কি পাপ করিয়াছিল যে সুমতি হারাইয়া দুর্ম্মতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং নিত্যধনকে ভুলিয়া অসার সুখে মজিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে! পাণ্ডব-মাতা কুন্তী কৃষ্ণকে কি বলিয়াছিলেন মনে নাই?—ঠাকুর! জন্মে জন্মে বিপদে রেখো, তা হ'লে তোমাকে ভুলিব না—তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।" আবার ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, বরং "সূচের ভিতর উষ্ট্র প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু ধনী লোকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে।" ধনৈশ্বর্য্য সুকৃতির এবং দারিদ্র্য দুষ্কৃতির ফল হইলে এ সকল কথার কখনই এত আদর হইত না।

(৩) একজন জন্মান্ধ বা জন্মখঞ্জ হইলেই যে মানুষ দুর্ভাগ্য হয়, তাহা নয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতিতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। অনেক জন্মান্ধ ও জন্মখঞ্জ মহাপণ্ডিতও গুণী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। লোকে বলে "কানা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া।"

স। তুমি যে সকল কথা বলিলে তাহা ভাবিবার বিষয় এবং সত্য বলিয়াই বোধ হয়। এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে, পরে বলিব। (ক্রমশঃ)।

অমরত্ব ও নারী ধর্ম্ম।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। গীতা ২-২০

শরীর হত হইলে আত্মা হত হয় না।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২-২৩
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণং
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২-২২
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২-৩০

অস্ত্র সকল এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

মানুষ যেমন জীর্ণ বসন সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহধারী আত্মা সেইরূপ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন, সকল জীবের দেহে দেহী যে এই আত্মা, ইনি নিত্য ও অবধ্য, সর্ব্বভূত অবধ্য জানিয়া কাহারও জন্য শোক করা উচিত নয়।

দরিদ্রং ব্যথিতং দীনমধ্বনা পরিকর্ষিতং।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে যা নারী ধর্ম্মচারিণী।

যে নারী দরিদ্র, রোগী, দীন ও পরিশ্রান্ত স্বামীকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন, সেই নারী ধর্ম্মচারিণী।

শুশ্রূষং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা।
সুপ্রীতাচ বিনীতাচ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।

যে নারী প্রীতমনে বিনীতভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে পতির শুশ্রূষায় তৎপর, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী।

বিভর্ত্ত্যন্নপ্রদানেন কুটুম্বঞ্চৈব নিত্যদা।
ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা।
স্পৃহা যস্য যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।

যে নারী নিত্য অন্নদান করিয়া কুটুম্বদিগকে প্রতিপালন করেন, যাঁহার পতিতে যেমন স্পৃহা এমন ভোগ ঐশ্বর্য্য, সুখ ও কামনার বিষয়ে নাই, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী।

যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেৎ ধর্ম্মচারিণী।
শ্রুত্বা দম্পতি ধর্ম্মংবৈ সহ ধর্ম্ম কৃতং শুভং।

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দম্পতিধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে সেই ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্মচারিণী।

ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘুসত্বরং।
পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতি-ব্রতভাগিনী।

যে নারী পতিগত চিত্ত ও পতিহিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আত্মাকে সংযত করত নিত্য দুশ্চর ব্রত আচরণ করেন, তিনিই পতির ব্রতভাগিনী হন।

পুণ্যমেতত্তপশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব সনাতনঃ।
যা নারী ভর্ত্তৃপরমা ভবেৎ ভর্ত্তৃব্রতা সতী।

যে সতী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি করেন এবং স্বামীর ব্রতই যাঁহার একমাত্র ব্রত, সেই ভক্তি ও ব্রতই তাঁহার পক্ষে তপস্যা, পুণ্য ও নিত্য স্বর্গ।

সাধুবচন সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিমজ্জিতে হেরি কেনা করে হাহাকার?
সেই বন্ধু, যেই তারে করয় উদ্ধার। ৩১
নিজ হাতে বিষবৃক্ষ যে করে রোপণ,
অমৃত ফলের আশা তার বিড়ম্বন। ৩২
বুনিবে যেমন বীজ, ফল পাবে তথা,
তর্ক যুক্তি বক্তৃতায় হবে না অন্যথা। ৩৩
কতক্ষণ দুর্জ্জনের সাধু ব্যবহার?
যতক্ষণ স্বার্থ সিদ্ধ না হয় তাহার। ৩৪
দুর্জ্জনেরে কিরূপ লক্ষণে চেনা যায়?
এক হাতে ধরে ঘাড়, আর হাত পায়। ৩৫
মূর্খেরে বুঝিতে পারি কিরূপ লক্ষণে?
দম্ভ অহঙ্কার আর তর্জ্জন গর্জ্জনে। ৩৬
দরিদ্রতা স্থায়ী ভাব জীবন নাটকে।
জন্মাবধি আরম্ভিয়া মরণেও থাকে। ৩৭
ধনবত্তা স্থায়ী নয় দেখিবারে পাই,
আজি মহা ধুমধাম, কালি কিছু নাই। ৩৮
সুন্দর মানবজন্ম পেয়েছিনু হায়!
কাটায়ে দিলাম তাহা আহার নিদ্রায়। ৩৯
কিছুই না রবে সঙ্গে হইলে মরণ,
শুধু রবে প্রেমপুণ্য সাধন ভজন। ৪০
প্রতিজ্ঞার আগে ভাবি শতবার দেখ,
প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা প্রাণপণে রাখ। ৪১
বসন যে পরে লজ্জা ছিন্ন বস্ত্রে তার,
উলঙ্গ যে জন, বল কি লজ্জা তাহার? ৪২
রাখিতে জানে না যেই আপন সম্মান,
পরের উপরে তার বৃথা অভিমান। ৪৩
ডুবিতেছে যেই জন অগাধ সলিলে,
তৃণেও সে করে ভর নিকটে পাইলে। ৪৪
বল কহ নীতিধর্ম্ম যত মনে লয়,
প্রাকৃত মানুষে কিন্তু প্রকৃতির জয়। ৪৫
তস্কর ধর্ম্মের কথা যখন বুঝায়,
পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা সে কি না দেখায়? ৪৬
যাদের হৃদয়ে আছে কলঙ্কসাগর,
পরের নিন্দায় তারা বড়ই তৎপর। ৪৭
আপনি কলঙ্কী যেই পরের নিন্দায়,
আপন কলঙ্করাশি ঢাকিবারে চায়। ৪৮
কপট প্রশংসা বটে ঘৃণার আকর,
অকপট প্রশংসার মাহাত্ম্য বিস্তর। ৪৯
আজন্ম খাটিয়া যাহা কর উপার্জন,
নিমেষে হারাতে পার সে পুণ্য রতন। ৫০
পরের অনিষ্ট করা স্বভাব যাহার,
করে সে অজ্ঞাতসারে ক্ষতি আপনার। ৫১
মল মূত্র জলে যেই করে বিসর্জন,
পিপাসায় রাখে জল তাহার জীবন। ৫২
কাপুরুষ বাহিরেতে নির্বিরোধ মেষ,
পরিবারে সিংহরাশি নির্দ্দয়ের শেষ। ৫৩
আপনার সাধুতায় যে করে নির্ভর,
পৃথিবী হইলে শত্রু পায় না সে ডর। ৫৪
ভাল কাজ, ভাল কথা, ভাল চিন্তা আর,
এ তিন জানিবে তিন ত্রিদিবের দ্বার। ৫৫

(ক্রমশঃ)

কাব্য-বোধ।

(৪২২-২৩ সংখ্যা—৩০৭ পৃষ্ঠার পর।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

২। মধ্যম কাব্য।

গুণীভূত বা অপ্রধান ব্যঙ্গ অর্থাৎ যে কবিতায় কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ থাকে, তাহাকে মধ্যম কাব্য কহে। যথা,

তেমতি জানিবে, সখি, নিশ্চয় নিশ্চয়,
পত্র পাঠ মাত্র আসি হ'বেন উদয়
স্বয়ংবর-সভাস্থলে, পৃথ্বী নৃপমণি।
যাচিয়া আসিলে মণি ছাড়ে কি স্বজনি!
শুনিয়াছ কেহ কভু? তৃষিত সদন
অগ্রসর বারি, ভাগ্য না জানি কেমন!

গুণীভূত ব্যঙ্গ বা মধ্যম কাব্য অষ্টবিধ, যথা ইতরাঙ্গ, কাক্বাক্ষিপ্ত, বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ, সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, তুল্যপ্রাধান্য, অস্ফুট, অগূঢ় ও অসুন্দর।

১। ইতরাঙ্গ।

অপর রসাদির অঙ্গপোষক ব্যঙ্গ ইতরাঙ্গ ব্যঙ্গ শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। যথা,

"পার্ব্বতী শিবের সঙ্গে, বিহরয়ে নানা রঙ্গে,
হাব ভাব কৌতুকপ্রসঙ্গে।
শিবের জটায় গঙ্গা, অতি প্রখর-তরঙ্গা,
দেখে শঙ্কা লাগয়ে আতঙ্গে॥
ফুৎকার করিছে ফণী, রমণীর শিরোমণি
অমনি ধরিয়া কৃত্তিবাসে।
বলে, "অহে গঙ্গাধর, ভয়ে কাঁপে কলেবর,
শুনে শিব খল খল হাসে॥"

এখানে প্রণয় রস প্রধান হইলেও ভয় ও হাস্যের অঙ্গপোষক হইয়াছে। সুতরাং ইতরাঙ্গ ব্যঙ্গ হইল।

২। কাক্বাক্ষিপ্ত।

কাকু বা বিকৃত ধ্বনি দ্বারা বাচ্যার্থের প্রতীয়মানতা রূপ ব্যঙ্গ। ইহা প্রায় প্রশ্ন ও বিস্ময় বা অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত। যথা—

অন্তঃপুরে পড়ে ভগিনী কাতরা,
অন্ন বিনা শূন্য দেখিতেছে ধরা,
মুখ চেয়ে তার কে দেয় আহার,
কেবল কাঁদায় বাঁচিবে কি মরা?
ওই শুন বালবৃন্দের ক্রন্দন।
গলিছে হৃদয় জ্বলিছে ভুবন।
অন্ন বিনা মরে! দেখিছ কি করে?
এ পাপ খণ্ডন হ'বে কি কখন?
উৎসবে নাচিছ, নাচ, কে নিবারে?
ভোলো সব, যদি পার ভুলিবারে!
দুর্ভিক্ষ-নিহত প্রেত-আত্মা যত
কিন্তু রবে নিত্য ঘেরিয়া তোমারে!

৩। বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ।

বাচ্যের মুখ্যার্থসিদ্ধির অঙ্গসাধক ব্যঙ্গ। যথা,

দীপ্ত করি দ্যাবা ভুমি সর্ব্বতঃ প্রজ্বলে,
প্রতাপে তোমার বৈরি-বংশ দাবানলে।

এখানে বংশে (বাঁশে) দাবানলত্ব আরোপ মুখ্যার্থ সিদ্ধির অঙ্গসাধক, অন্যথা প্রতাপে

দাবানলস্থ আরোপ আসিত। বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ ও ইতরাঙ্গ ব্যঙ্গের মধ্যে প্রভেদ এই যে যে স্থলে ব্যঙ্গ বিনা বাচ্যার্থের লোপাপত্তি, তথায় বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ, আর যথায় তাহা না হয়, তথায় ইতরাঙ্গ ব্যঙ্গের অবসর।

৪। সন্দিগ্ধপ্রাধান্য।

সন্দিগ্ধ বা সন্দেহপ্রধান ভাব হইলে সন্দিগ্ধপ্রাধান্য ব্যঙ্গ হয়। যথা,

শুকাল কি শতদল বালাতপ তাপে?
অথবা দহিছে দেহ গূঢ় মনস্তাপে?
হেক্টরের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া
বুঝিতে পারিল গেছে তাই কি ভাবিয়া
হইতেছে সমাকুল? কাঁদিছে হৃদয়?
অথবা সংগ্রাম ক্ষেত্র করি দরশন,—
পড়িয়াছে রাশি রাশি সৈন্য অগণন,
পতি, পুত্র, হত কত হল অনাথিনী,
স্মরিয়া সে সব মনে, তাই কি দুঃখিনী?
সকল অনর্থ মূল আপনারে বলে
ভাসিতেছে শশিমুখী নয়নের জলে?
অথবা ব্যথিত আত্মা অনুতাপ-তাপে,
দহিতেছে চিত্ত ঘোর পূর্ব্বকৃত পাপে,
হইয়া বিশ্বাসঘাতী, অনৃত-আচারী
করেছ অক্ষয় পাপ পতিরে প্রহারি?

এখানে এই ৫টী সন্দেহের বিষয়ে সন্দিগ্ধ-প্রাধান্য ব্যঙ্গ হইয়াছে।

৫। তুল্য প্রাধান্য।

সমান প্রধান ভাবার্থে তুল্য প্রাধান্য।

"ব্রাহ্মণে আক্রোশ ত্যজ, কল্যাণ হইবে,
মৈত্রী করি তোষো, নহে ভার্গব রুষিবে।"

ভার্গব রুষ্ট হইলে রক্ষকুল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ভার্গব-জয়ার্থী রাবণকে তাহার মন্ত্রিবর ব্যঙ্গচ্ছলে এই উপদেশ দিয়াছিল। এখানে প্রাধান্যের সমস্ত হেতু গুণীভূত তুল্য প্রাধান্য ব্যঙ্গ হইল। (ক্রমশঃ)।

সুমাতা।

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের মাতা।

(১)

প্রাতঃস্মরণীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জননী একজন সুমাতা। তিনি উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত সুসভ্য ইউনাইটেড্ ষ্টেটস প্রদেশে, ভার্জ্জিনিয়া দেশে, এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র ইংরাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র, তন্মধ্যে জর্জ্জ ওয়াশিংটন তৃতীয়। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, মিতব্যয়িতা, সদাচার, বিনয় এবং সত্যনিষ্ঠা ও প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার চরিত্রের প্রধানগুণ ছিল। তরুলতাসুশোভিত পর্ব্বতোপরি ও নির্ঝরিণীর তীরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। উপাসনা কালে সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য-প্রায় হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার প্রশান্ত নয়ন দুইটী ভক্তি অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া যাইত। তাঁহার স্বামীর যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল। মেরী ওয়াশিংটন্ ধনীলোকের পত্নী

ছিলেন, কিন্তু বিলাসিতা এবং অনর্থক কার্য্যে তিনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইতে দেন নাই। মিতব্যয়িতা দ্বারা তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া নানারূপ হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং স্বহস্তে দীন দরিদ্রকে দান করিতেন।

প্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের দশ বৎসর বয়সের সময় পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং, পুত্রগণের শিক্ষা ও লালন পালনের সম্যক্ ভার মেরী ওয়াশিংটনের উপর পতিত হয়। ছয়টী সন্তানের পালন ও সুশিক্ষাবিধান বড় সহজ কথা নহে। মেরী ওয়াশিংটনকে তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। তিনি কখনও বৃথা চিন্তায় অভিভূত হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না। আপনার গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধনে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন।

একদা জর্জ্জ ওয়াশিংটন ৭ বৎসরকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পান নাই। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র তিনি মাতৃচরণ দর্শন করিতে আসিলেন। মেরী ওয়াশিংটন্ প্রিয় পুত্রকে বহুদিন পরে দেখিতে পাইয়া সহস্র সহস্র চুম্বন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। বাল্যকালের প্রিয় নাম "জর্জ্জি" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বিগত সময় ও পূর্ব্বতন বন্ধুগণের সবিশেষ সংবাদ লইলেন, কিন্তু প্রিয় পুত্রের পদ-মর্য্যাদা ও গৌরবের বিষয়ে একটী কথাও বলিলেন না, পাছে পুত্রের অহঙ্কার হয়।

অন্য এক সময়ে ওয়াশিংটনের সৈন্য-সকল তাহাদের নেতার মাতাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল মেরী ওয়াশিংটন খুব সমারোহের সহিত তাহা-দিগকে দেখা দিতে আসিবেন। কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল মেরী সামান্য বেশে তাঁহার প্রিয় পুত্রের বাহুমধ্যে মস্তক ন্যস্ত করিয়া আসিতেছেন। অহঙ্কার ও পদাভিমান তাঁহার উচ্চ হৃদয়ে স্থান পাইত না।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয় পুত্র জর্জ্জের মৃত্যুতে সমুদায় আমেরিকা ঘোর শোকাচ্ছন্ন হয়। দুঃখের বিষয় তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। যাহা হউক অধিক দিন তাঁহাকে পুত্র-শোক সহ্য করিতে হয় নাই। অনতিবিলম্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্ট (President) জ্যাকসন এবং দেশের সমুদয় গণ্যমান্য লোক সমবেত হইয়া ফ্রেডারিকবর্গের সমাধিক্ষেত্রে মহাসমারোহে তাঁহার শবদেহ সমাহিত করেন। এই গুণবতী রমণীর বিষয়ে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র ওয়াশিংটন বলিয়াছেন, "আমার গৌরব ও মহত্ত্বের একমাত্র কারণ আমার মাতার যত্ন এবং সুশিক্ষা।"

পাশ্চাত্য গ্রাম্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

কতগুলি পুষ্প হেথা ফুটিয়াছে, দেখ।
যামিনীর মধ্য যামে আরো যে ফুটিবে,
শীতল শিশিরে সিক্ত লতা, গুল্মচয়,
সমাধির উপযুক্ত অঙ্গ আস্তরণ—
তোমরাও পুষ্প সম, এবে পর্য্যুষিত,
বক্ষোপরি লতাচয় করিব বিস্তৃত।

ইংলণ্ড দেশে যে সকল প্রাচীন সরল সুন্দর রীতিনীতি এখনও প্রচলিত, তন্মধ্যে মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর পুষ্পবর্ষণ এবং পুষ্পবৃক্ষরোপণ একটি অতি সুন্দর প্রথা। অনেকে বলেন, এই প্রথাটী আদিম ধর্ম্মমণ্ডলীর অসভ্য ক্রিয়াকলাপের শেষ চিহ্ন। তাহা হইলেও ইহা পবিত্র ও উচ্চ ভাবের অনুষ্ঠান বলিতে হইবে। রোমীয় ও গ্রীকদিগের মধ্যে ইহা এখনও প্রচলিত আছে। তাঁহাদিগের লেখকগণ প্রায়শঃ ইহার উল্লেখ করেন। কবিত্ব ও শিল্প-প্রভাবে হৃদয়ের শোকাবেগ গীতি-রূপে ও পরে স্মৃতিচিহ্নরূপে প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে কবরোপরি পুষ্পবর্ষণ নিরক্ষর হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুরাগব্যঞ্জক উপহার ছিল। যে সকল সুদূর বিজন স্থানে নব নব অনুকরণেচ্ছা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া পুরাকালের সুন্দর নিয়ম সকল পাদদলিত করিতে পারে নাই—সেই সকল স্থানেই কেবল এখনও এই রীতিনীতির প্রচলন দৃষ্ট হয়।

গ্লামর্গন শায়ারে (Glamorgan shire) আমরা শুনিয়াছি মৃতব্যক্তি যে শয্যায় শায়িত থাকে, তাহা পুষ্পের দ্বারা আবৃত করা হয়। এই রীতি দর্শনে কুমারী আফেলিয়ার একটি উন্মাদিনী শোকগাথা মনে উদিত হয়;—

"তুষার-ধবল তার আবরণ-খানি
সব ঠাঁই গন্ধময় পুষ্প-বিভূষিত,
অশ্রুবরিষণে সিক্ত—ধ্বলিত বাণী,
অকপট বরিষণে প্রীতি-বিচ্ছুরিত।"

দক্ষিণাঞ্চলের কতকগুলি নিভৃত পল্লী-গ্রামে একটি অতি মনোহর অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। একটী কিশোরী রমণী হয়ত অনূঢ়া-বস্থায় মারা গেল। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এইরূপে অনুষ্ঠিত হইবে। মৃত বালিকার তুল্যবয়স, তুল্যাকৃতি ও তুল্যমুখাবয়ব আর একটী কিশোরী রমণী শ্বেতকুসুমের একটি মাল্য হস্তে লইয়া সেই মৃত দেহের পুরোভাগে গমন করিতে থাকে; এবং পরে ধর্ম্মালয়ে আসিয়া মৃতার চিরাভ্যস্ত বসিবার আসনের ঊর্দ্ধে মালাটি দোদুল্যমান করিয়া রাখে। কখন কখন পুষ্পের অনুকরণে শ্বেত কাগজেও এইরূপ মাল্য নির্ম্মিত হয়, ও সাধারণতঃ ইহার ভিতর একযোড়া শ্বেতবর্ণের দস্তানাও রক্ষিত হইয়া থাকে। এই-গুলি মৃতার পবিত্রতার চিহ্ন ও স্বর্গে সে যে গৌরব-মুকুট প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পার্থিব নিদর্শন-স্বরূপ।

কতকগুলি স্থানে, মৃতদেহ ভগবৎ, স্তোত্র-গীতির সহিত সমাধি স্থানে নীত হয়। ইহা গতাসু ব্যক্তির জয়ের লক্ষণ। বোর্ণ সাহেব বলেন, ইহাদ্বারা প্রদর্শিত হয় যে সাধু ব্যক্তিরা জীবনের পথ আনন্দের সহিত শেষ করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা বিজেতা হইয়াছেন।” উত্তরাংশের কতকগুলি প্রদেশে বিশেষতঃ নর্দাম্বরল্যাণ্ডে এ প্রকার রীতির প্রচলন দৃষ্ট হয়। এরূপ গীতি শোকোদ্দীপক হইলেও, সৌম্য সন্ধ্যাকালে গ্রাম্য দৃশ্যপূর্ণ কোনও বিজন পল্লীতে সুদূরাগত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াসূচক বিষাদ-কম্পিত সঙ্গীতোচ্ছ্বাস এবং শোক-কারিদলের মৃদু মন্দ পাদক্ষেপপূর্ব্বক বিচরণ, কি হৃদয় মুগ্ধকর দৃশ্য!!

ধীরে ধীরে এইরূপে করি প্রদক্ষিণ
নিভৃত ও নিরাপদ বিজন বিপিন,
তোমার সমাধিগীতি গা'ব সবে মিলি;
পুষ্প ডাফোডিলি—
অন্য পুষ্পচয় আরো করিব স্থাপন
প্রেমের বেদিকা পরে, স্মৃতিচিহ্ন সম।

Herrick.

এই নিভৃত প্রদেশের বিচরণশীল শোকমগ্নদলের প্রতি পথিকগণ প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করেন, কারণ প্রশান্ত প্রকৃতি-বক্ষে অভিনীত এই দৃশ্যাবলী হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। যখন এই শোকাচ্ছন্ন দল নিকটে উপস্থিত হইতে থাকে, তখন পথিক মাথা হইতে টুপি খুলিয়া সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে স্থিরভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন। পরে সেই দল অগ্রসর হইলে পরে তিনি পিছু পিছু নীরবে তাহাদের অনুসরণ করেন। কোন কোন সময় সমাধিভূমি পর্য্যন্ত যান, তাহা না হইলে দুই তিন শত হাত সঙ্গে সঙ্গে যান, এবং মৃতব্যক্তির এইরূপে সম্মাননাপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিজ গম্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করেন।

স্বাধীন গম্ভীরস্বভাব ইংরাজ জাতিকে যে চিত্তাকর্ষক মহৎ গুণগ্রামে শোভিত করিয়াছে, সেইগুলি এই করুণ ক্রিয়াকলাপাবলীতে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত। তাঁহাদের মধ্যে সামান্য লোকেও সম্মানজনক শান্তিময় সমাধি লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। নিম্নতম কৃষক জীবদ্দশায় যতই দুঃখ ভোগ করুক না কেন, মৃতাবস্থায় কিছু না কিছু জাতীয় সম্মান লাভ করিবেই করিবে। সার টমাস ওভারবরী তাঁহার “প্রসন্নমনা সুন্দরী গোপ-দুহিতার” বর্ণনাকালে বলিয়াছেন “এইরূপে তিনি দিন কাটাইতেছেন; তাঁহার একমাত্র বাসনা এই যে, তিনি যেন বসন্তকালে মরিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার দেহসাথী চাদরখানির উপর ছড়াইবার জন্য ভরপুর ফুল পাওয়া যাইবে।” কবিরা জাতিগত মনোভাব ব্যক্তকারী। তাঁহারা সাদরে সমাধি স্থানের এই সুন্দর ক্রিয়াবলীর চিন্তা করেন। বুঁমো ও ফ্লেচার (Beaumont and Fletcher) প্রণীত “অনূঢ়ার করুণ-কাহিনী” (Maid's Tragedy; নামক পুস্তকে হতাশহৃদয়া কোন বালিকার

বিলাপোক্তিচ্ছলে গীত ঐরূপ একটি সুন্দর কবিতায় পাওয়া যায় ঃ—

দেখিবে একটি ধার
সুসজ্জিত পুষ্পদামে ; নিঃশ্বাসের ভরে
বলিবে ভূতোরে সেগো, কি সুন্দর স্থান
প্রেমিকের সমাধির ; কুমারীরা দিবে
তুলি ফুল, সাজাইতে তারে দেব-সম।

সমাধিস্থান সুসজ্জিত করিবার প্রণালী এক সময়ে সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মত ও প্রচলিত ছিল। কবরের উপরিস্থ ঘাসের চাপড়াগুলি পাদদলিত হইবার আশঙ্কায়, ওসিয়র (Osuer) লতা নত করা থাকিত, এবং সন্নিকটেই চিরহরিৎ লতা বিশেষ ও ফুলের বাগান চাষ করা হইত। এভিলীন সাহেব, তাঁহার সিল্ভা (Sylva) নামক পুস্তকে বলেন, "আমরা তাহাদিগের সমাধিভূমি সুগন্ধি লতাচয় ও ফুলের দ্বারা বিভূষিত করি। মানবজীবন অলঙ্কার শাস্ত্রে জলবুদ্বুদের সহিত এবং পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকে নষ্টপ্রবণ সৌন্দর্য্যরাশির সহিত তুলনাস্থল হইলেও মানব গৌরবালোকে উত্থিত হইবে। প্রাচীন অনুষ্ঠান, এখন ইংলণ্ডে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু ইহা এখনও ওয়েল্সের শৈলমালা-ভ্যন্তরস্থ নিভৃত গ্রামাবলীর ধর্ম্মমন্দিরের উদ্যানচয়ে দেখা যাইতে পারে ; এবং ক্লিউইড নামক সুন্দর উপত্যকার শিরস্থিত ক্ষুদ্র রিউথেন নগরেও একবার ইহার অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। আমার একজন বন্ধু যিনি গ্লামর্গন শায়রের একটি কিশোরী কুমারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন—অনুগামিনী রমণী-গুলির বস্ত্রাভ্যন্তর কুসুমরাশিতে পূর্ণ ছিল, এবং মৃতার দেহ প্রোথিত হইবামাত্র তাহারা সেইগুলি কবরের উপর ছড়াইয়া দিল।　　　　(ক্রমশঃ)।

নূতন সংবাদ।

১। মধ্য ভারতবর্ষে এখনও দুর্ভিক্ষ সাহায্য গৃহীতার সংখ্যা প্রায় ২৬০০০, কিছু কমিয়াছে।

২। সমুদায় ভারতবর্ষে এখনও সপ্তাহে প্লেগ-মৃত্যু সংখ্যা ১৫৬০, বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা যায় না।

৩। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য শোকসভা যেমন কলিকাতায় তেমনি বঙ্গের সর্ব্বত্র এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও হইতেছে।

৪। ফরাসী প্রেসিডেন্ট লুবে অতি সমাদরের সহিত ইংলণ্ডে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। রাজা, যুবরাজ প্রভৃতি ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে বিদায় করেন।

৫। বেথুন কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে আমরা শোকগ্রস্ত হইলাম। তিনি বামাবোধিনীর একজন প্রবীণ লেখক ছিলেন। জগদীশ তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

৬। আগামী জানুয়ারির মধ্যে কাশ্মীর সাক্ষাৎ ব্রিটিশ শাসনে আসিবে। কাশ্মীর-রাজ জম্বু ও সিয়ালকোটে রাজত্ব করিবেন।

৭। "শিখজাতি" বিষয়ে মেকলফি সাহেব বক্তৃতা করিতেছেন, প্রধান সেনাপতি কিচেনার সাহেব তাহাতে সভাপতিত্ব করিবেন।

৮। পোপ ১৩শ লিও পরলোকগত হইয়াছেন।

৯। ১৩ই জুলাই বড় লাট সস্ত্রীক সিমলা স্কুমার শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন।

১০। বিকেনিয়ারের মহারাজা সোমালিলণ্ডে ইংরেজ পক্ষের সাহায্যার্থ আপনার উষ্ট্রারোহী সৈন্যদল পাঠাইতে চাহিয়াছেন।

১১। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসর গ্রীষ্মকালেও কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি ক্যাম্বেল হাসপাতালের ৩২০ জন রোগীকে উত্তম আম্র, আনারস, কলা, জাম প্রভৃতি ফল এবং রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন বরফ দেওয়া সরবত সহ পরিবেশন করিয়া এবং প্রত্যেককে এক একখানি পাখা দিয়া সেবা করিয়াছেন। এরূপ সাধুদৃষ্টান্ত অধিক হউক।

১২। ছোটনাগপুর হইতে বাবু কালীপদ ঘোষ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৩। "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর তাহার প্রভাব" এই বিষয়ে ৩টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য চৈতন্য লাইব্রেরী ৩টী মেডাল পুরস্কার দিবেন। আগামী ৩০এ নবেম্বরের মধ্যে ৪।১ বিডন ষ্ট্রীট সম্পাদকের নিকট রচনা পৌছান চাই।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বাজীরাও—সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। এ গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া সখারাম বাবু সমস্ত হিন্দুসমাজের পরম উপকার করিয়াছেন। হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য বাজীরাও যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা; কিন্তু হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হওয়া বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না। বাজীরাও শুদ্ধ মহারাষ্ট্রের কেন, সমস্ত ভারতের—সমস্ত হিন্দুসমাজের গৌরব। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণতা এবং দূরদর্শিতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। সখারাম বাবুর ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের নিকট যেরূপ আশা করা যাইতে পারে, পুস্তকখানি ঠিক্ সেইরূপই হইয়াছে। ইহার উপর ছাপা ও কাগজ উত্তম। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া অনুযোগ করিতে হইবে না। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠে অনুরোধ করি।

২-৩-৪। রাণাডে, ঝান্সীর রাণী ও খোকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

কবি-বিদায়।*

কুঞ্জবনে পিক নাহি,
　　পিক গেছে অমরায়।
নন্দনের বন-আলা
　　পারিজাত সুশাখায়।
মরত কাননে আজি,
　　ফুল কুল বিয়াকুল,
মুরছি ঝরিছে পড়ি,
　　জীবনে মরণ ভুল।
যে জন গাহিয়াছিল,
　　স্বজন স্বদেশ তরে।
আজি তারে প্রতিধ্বনি
　　ডাকিছে শোকের ভরে।
পাইয়ে বেদনা তীব্র,
　　পলালে শান্তির ঘরে।
শুনে যাও শুনে যাও,
　　দেখ কবি চাহ ফিরে।
বঙ্গমাতা অশ্রুমুখী
　　ছাড়ি তোমা পুত্রবরে।
অঞ্চলে বদন ঢাকি
　　শোকমোহ অন্ধকারে।
দীপ্তিহারা নেত্রদ্বয়ে,
　　অবসাদে, অবকাশে,
উঠেছিল যে রাগিণী
　　বিদায়ে চিত্ত-বিকাশে।
আজিও বাজিছে কাণে,
　　হেমের সে সাধা তান।
মরণ কহিছে কাণে
　　হলো গান অবসান।
"মধু"র মুরলিখানি,
　　বহুদিন ভেঙ্গে গেছে।
তোমার কনক বীণ
　　আজি গেল তার পাছে।
জীবনের সন্ধ্যাকালে,
　　নিভায়ে সুখের বাতি।
দারুণ দুখের ঘোরে,
　　আঁধারে পোহালে রাতি।
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ
　　গলেছিল সে ব্যথায়,
পারেনি সান্ত্বনা দিতে,
　　প্রাণ মন ঢেলে তায়।
বিধাতার লিপিখানি,
　　আজি ডেকে লয়ে যায়।
গেল কবি গেল ছুটে
　　জুড়াতে সে বেদনায়।
বিদায় বিরহ-গাথা,
　　ঘরে ঘরে গায় হায়!
বঙ্গের উজ্জ্বল ছবি,
　　বরষায় পুঁছে যায়।
এস গো ভগিনী ভাই
　　কাঁদিব গো উভরায়।
কুঞ্জবনে পিক নাহি
　　পাখী উড়ে গেল হায়!

* কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়োগ-কবিতা অনেক সহৃদয়া ভগিনী লিখিয়াছেন, সকলগুলি প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। বা, বো, স।

চল গো সান্ত্বনা দিতে
কবির দারা সুতায়।
শূন্যবক্ষে শূন্যকক্ষে,
মূরছি পড়ি লুটায়।
এতদিন ভাঙ্গা বীণা,
সতীর তৃষিত প্রাণ।
এতদিন তবু ছিল,
এয়োতি সধবা-মান।
যন্ত্রমাঝে তন্ত্রীখানি,
লাজ দুখে নত হয়ে।
বাজিত তবুও ধীরে,
মিহি সুর কাঁপাইয়ে।

আজিরে নীরব শূন্য,
হতাশের হুহু শ্বাস,
নয়নে বরিষা ধারা
শোকের তমসা ত্রাস।
শুধু আছে কৃষ্ণ মেঘ,
দামিনীর স্বর্ণ দ্যুতি,
কবির অমর কীর্ত্তি,
গৌরব সৌরভ স্মৃতি।
সে সুখ স্মরণে, হায়,
নয়নে ঝরে যে জল,
জগতের লীলা এই,
আগে পিছে চল্ চল্।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

প্রীতি উপহার।

ফুল্ল ফুল দলে শোভে যেমতি ভ্রমর
গুণ গুণ গুণ রবে মাতায় অন্তর,
অনিন্দ্য পঙ্কজ পরে হাসে অলি স্মিতাধরে
তেমনি সে হেম আজি আনন্দে বিহরে।
প্রফুল্ল কুসুম মাঝে যথা কুমুদিনী
শশধর সোহাগেতে অতি গরবিণী,
সুকুমার প্রেমক্রোড়ে হেম যে বিরাজ করে
আনন্দে অধীরা হয়ে কমলবদনী।
ধর হেম সুকুমার প্রণয়ের হার।
অনন্ত রতন ইহা রাজস্ব তোমার।
হৃদয়ের যত আশা, সুপবিত্র ভালবাসা,
তোমারে সঁপিয়া দিল প্রিয় সুকুমার॥
এস গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া ভগিনী।
ধরিয়ে পতির কর-কমল দুখানি।
প্রেমমাখা মধু ভাষি, সুকুরে যত্নে সম্ভাষি,
আজীবন হও বোন! পতি-সোহাগিনী॥
সুকুমার দেখ ভাই! মেলিয়া নয়ন!
সম্মুখে তোমার শোভে সুচারুবদন।
মাতা পিতা হেম দিদি সব এক ঠাঁই,
গৃহ ত্যাগ করি আর যেওনাক ভাই।
কোথা চলে গিয়াছিলে, এসে কি রতন পেলে,
ধরিলে ইহারে হৃদে মনে সুখী হই।
তাই বুঝি এত হাসি-ভরা ও আনন॥
হেমপ্রভা প্রেম হার ধর আজি ভাই।
সুখে দুঃখে সমভাগী হবে বলে তাই।
হেমপ্রভা আসিয়াছে, প্রেমানন্দে ভাসায়েছে,
সুখী হও হেম সুকু, আমি ঘরে যাই॥

শ্রীনয়নতারা দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 480. August, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮০ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১০। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সস্ত্রীক আয়র্লণ্ড ভ্রমণ করিতেছেন। পোপের মৃত্যুতে এ সময় আয়র্লণ্ডবাসী কাথলিক খ্রীষ্টানগণের হৃদয় কোমল। রাজাকে পাইয়া সকলে প্রগাঢ় রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। রাজা ও রাণী প্রজাবাৎসল্য-প্রদর্শনেও বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। রাজা বেলফাষ্ট নগরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার দুইটী মাত্র সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা—(১) তাঁহার স্বর্গীয়া মাতার পদানুসরণ করা; (২) সকল জাতির মধ্যে শান্তি রক্ষা করা। ঈশ্বর রাজ-কামনা পূর্ণ করুন্।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—আগামী ১৯০৪ সালের ৭ই মার্চ্চ প্রবেশিকা এবং ২১ এ মার্চ্চ এফ এ ও বি, এ, পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

প্রাচ্যযুদ্ধ—মান্চুরিয়া লইয়া রুসিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাপানের সহায়তা করিবেন, ভাবে বোধ হয়।

আমেরিকার সহৃদয়তা—(১) আমেরিকার এক কোম্পানী ৭ কোটি টাকা মূল ধন লইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন। তাঁহারা স্বয়ং কৃষিক্ষেত্র খুলিয়া ভারতবাসীদিগকে কৃষিকার্য্যের শিক্ষা দিবেন।

(২) বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ধর্ম্মপাল আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া অনেক শুভ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগে এক শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে অর্দ্ধ বেতনে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার নূতন সভ্য—এটর্ণি বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি,

এল্, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

লর্ড কার্জনের শাসনকাল বৃদ্ধি—বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, লর্ড কার্জন আরও দুই বৎসরকাল ভারত শাসন করিবেন।

ডাকের চিঠী—পূর্ব্ব বৎসরের ২৪ কোটি ৮০ লক্ষের স্থানে, গত বৎসরে ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ হইয়াছে। এবং পোষ্টকার্ড ২৩ কোটি ৬০ লক্ষের স্থানে ২৫ কোটি ৩০লক্ষ হইয়াছে।

নূতন রেলওয়ে—প্রতিনিধি ছোট লাট বেহার বক্তিয়ারপুর রেলওয়ে খুলিয়াছেন।

শোচনীয় মৃত্যু—(১) গত ৩০ এ জুলাই রেভারেণ্ড ডাক্তার কে. এস্, ম্যাকডোনাল্ড ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার ডফের পর কলিকাতা খ্রীষ্টিয়ান-মণ্ডলীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, দেশহিতৈষিতা ও সহৃদয়তা প্রভৃতি বহু গুণে ইনি বিভূষিত ছিলেন। ইঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

(২) রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর—আপনার চরিত্র, বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে অতি হীন অবস্থা হইতে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভপূর্ব্বক মধ্যভারতে রাইপুরে প্রধান উকীল ও পদস্থ ব্যক্তি হইয়া স্থানীয় বহুবিধ হিতকর কার্য্যের সহায়তা করেন এবং রাজকীয় ও স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ শোকগ্রস্ত হইয়াছি।

স্মৃতিচিহ্ন—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক মূর্ত্তি বিলাত হইতে কাণপুরে আসিয়াছে, ইহা কুইন্সপার্ক উদ্যানে স্থাপিত হইবে।

পোপের সৎকার্য্য—পোপ ত্রয়োদশ লিও মৃত্যুকালে তাঁহার নিজস্ব সমুদয় সম্পত্তি চার্চ্চের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের মহান্তেরা এরূপ সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে হিন্দু সমাজের বহু কল্যাণ হয়। ৮ম পায়স নূতন পোপ হইয়াছেন।

মনোনীত ছোটলাটের গৌরব—এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গের মনোনীত ছোটলাট সার এণ্ডু ফ্রেজারকে "ডাক্তার অফ ল" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

অদ্ভুত কয়লার খনি—চীনদেশে এক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পৃথিবীর সমস্ত কয়লার খরচ যোগাইলেও দুই হাজার বৎসরে তাহা নাকি নিঃশেষিত হইবে না।

বাল্যবিবাহ নিবারণ—রাজপুতানার ওয়াল্টার কৃৎত্রিক নামক যে সভা আছে, তাহার নিয়মের অধীন হইয়া ৩৯৪৩টী বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। সভার নিয়ম অনুসারে পুরুষের বিবাহযোগ্য বয়স ১৮ এবং স্ত্রীলোকের ১৪ বৎসর। ইহাতে বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপেরও বিধি আছে।

বিবির অগ্নি-সংস্কার ।

আমরা যতদূর জানি এদেশে ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক কলিকাতা নিমতলা ঘাটে সুইডেনবাসী ই, হামারগ্রেণের যে শবদাহ হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রথম সাহেবের অগ্নি-সংস্কার। গত জুন মাসে কাশীধামে একটী বিবির ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের অগ্নি-সংস্কার হইয়াছে। ইঁহার নাম এন ক্যাথারাইন লয়েড। কাশী সেণ্ট্রাল কলেজের স্থাপয়িত্রী এনি বেসাণ্ট তাঁহার কলেজ-পত্রিকায় ইঁহার সৎকারের এবং গুণাবলীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এই রমণী সেণ্ট্রাল কলেজের ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন, এবং "বোর্ডারদিগের মাতা" এই সুনাম পাইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ উৎসাহ ও যত্নের সহিত দীর্ঘকাল এই ছাত্রাবাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। অনেক বৎসর ধরিয়া ইনি হৃদ্‌রোগে দারুণ ক্লেশ পাইতেছিলেন, তথাপি আপনার অবলম্বিত ব্রতপালনে কখনও ত্রুটি করেন নাই। গত ৩রা জুন তিনি উদ্যান ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, তৎপরে হঠাৎ নিদ্রা যাইবার ন্যায় শান্তভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি 'শান্তিকুঞ্জে' বাস করিতেন, মৃত্যুর দুই ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার শবদেহ তথা হইতে রাজঘাটে নীত হয়। গঙ্গাতীরে চিতা নির্ম্মিত হইয়াছিল, ছাত্র ও বন্ধুগণ অনেকে তথায় সমবেত হন। গঙ্গাজলে দেহ মগ্ন করিয়া পরে তাহা চিতার উপরে স্থাপিত ও অগ্নিপূত করা হয়। দেখিতে দেখিতে দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং গঙ্গাস্রোত সেই ভস্ম আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহিয়া লইয়া চলিল। দর্শকগণ অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন সাধ্বী নারী দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে বন্ধুগণের মনে দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখোদয় হইতে লাগিল। এই সৎকারকার্য্যে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার অনুচরগণ এবং কয়েকজন প্রধান হিন্দু বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

স্বর্গগতা মহিলার দুইটী বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। একটী তাঁর অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা; কিছু মাত্র পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া অকাতরে আপনার সমুদয় শক্তি-সামর্থ্য আপনার কর্ত্তব্যসাধনে নিয়োগ করিতেন। দ্বিতীয় বজ্রোপম ইচ্ছা শক্তি; তিনি নানা প্রকার কষ্ট ও বাধাবিঘ্ন ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়া আপনার সদুদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। এরূপ নারীকে আমরা বীরাঙ্গনা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ইনি ইহলোকে পূজিত হইয়াছেন, পরলোকেও আপনার সদ্‌গুণের পুরস্কার লাভ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

দেরাদুনে কন্যা-পাঠশালা।

বঙ্গদেশে এবং মহিশূর বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে, ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও সেইরূপ সাধু চেষ্টা দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছি। দেরাদুনের "কন্যাপাঠশালা" ইহার উদাহরণ। বৎসরাধিক হইল, শ্রীমতী কোরাদেবী এবং শ্রীমতী কেশবী দেবী নাম্নী দুই সদাশয়া হিন্দুমহিলা দেরাদুনে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০০০ টাকা একটী কমিটীর হস্তে অর্পণ করেন। সেই কমিটীর যত্নে মাসিক দাতব্য ৬৬ টাকা স্বাক্ষরিত হয় এবং দেরাদুনের মিউনিসিপাল বোর্ড মাসিক ৫০ টাকা করিয়া সাহায্য দানে স্বীকৃত হন। এই উপায়ে একটী সুন্দর স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমতী মহাদেবী তাহার লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। স্থানীয় অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়া ৯জন মহিলা মিলিয়া এক সবকমিটী হইয়াছে, আরও কয়েকটী মহিলা বিনা বেতনে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন। ইতিমধ্যে নানাজাতীয় বালিকা লইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ৬৫টী হইয়াছে। ইহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং নিম্নলিখিত বিষয় সকল ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে:—

(১) ধর্ম্মশিক্ষা; (২) সংস্কৃত; (৩) দেবনাগরী; (৪) বাঙ্গালা ও ইংরাজী (স্বেচ্ছাধীন); (৫) পাটীগণিত; (৬) ইতিহাস ও ভূগোল; (৭) বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা; (৮) গান (ভজন ও কীর্ত্তন); (৯) রন্ধন; (১০) সেলাই, কাপড়ের উপরে বুটি তোলা ও অন্যান্য সূচিকার্য্য; (১১) স্বাস্থ্যরক্ষা। এই বিদ্যালয় একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করিয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

স্ত্রীশিক্ষা।

গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বামাবোধিনীতে প্রকাশিত "বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা"-শীর্ষক প্রবন্ধটী বঙ্গমহিলাদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয়। আমরা মনে করিতাম, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এদেশের অনেক লোকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; সেই জন্য বঙ্গবাসী হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, ও মুসলমান সকলেই স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচারার্থ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যখন স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে, তখন এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত প্রবন্ধে শিক্ষিতা

রমণীদিগের তালিকা যাহা দেখিলাম, তাহা যুগপৎ আশঙ্কা, বিস্ময় এবং দুঃখের বিষয় বটে! এতটা ধীর মন্থর গমনে যদি স্ত্রীশিক্ষা উন্নতি-পথে চলে, তবে কত কালে পূর্ণতায় পৌছিবে—কখনও পৌছিবে কি না, তাহা কে বলিবে? যাহা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য, যাহা সমাজের হিতকর, সে কাজ করিতে লোকে এবম্বিধ উদাসীন থাকিলে মানবের মঙ্গল হইবে কিসে?

লেখা পড়া না শিখিলে মানুষের যে কি ক্ষতি হয়, সে কথা আজিকার দিনেও আবার বলিতে হইতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য। বোধ হয় এই প্রবন্ধের পাঠক পাঠিকা সকলেই জানেন, লেখা পড়া শিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ধন, মান বা প্রতিষ্ঠা লাভ নহে—জ্ঞানার্জ্জনী শক্তির সম্পূর্ণ অনুশীলন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনই লেখাপড়া শিখার প্রধান উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর মানবজাতিকে যে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, যে শক্তির জন্য প্রধানতঃ মানুষ ইতর জন্তু সকল হইতে শ্রেষ্ঠতম, যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুরণে মানব হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি মানবোচিত সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে, বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা মানবের সেই বুদ্ধিবৃত্তিও সুমার্জ্জিত হইয়া থাকে। (যোগী রামকৃষ্ণ পরমহংস, ধনী কৃষ্ণ পান্তী অথবা মোগলকুল-তিলক বাদসাহ আকবরের পক্ষে অন্যথা হইলেও) বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অঙ্ক, সাহিত্য হইতে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, পরিবারিক নীতি* প্রভৃতি সকলই বিদ্যাশিক্ষাসাপেক্ষ; সকলই জ্ঞানানুশীলনের ফল। কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গেল, আজিও যে ভারতে প্রাচীন ঋষিদিগের উপদেশ ও অনুশাসন রাজত্ব করিতেছে, ইহাও বিদ্যাশিক্ষার ফল। সাময়িক বিপ্লবে নির্জ্জীবপ্রায় ভারত-সন্তানদিগের দেহে যে নব জীবন সঞ্চার হইয়াছে, ইহাও বিদ্যাশিক্ষার (এ স্থলে পশ্চাত্য শিক্ষার) ফল। অতএব এখনও যিনি স্ত্রীজাতির—সমাজ-শরীরের অর্দ্ধাংশ-রূপিণী স্ত্রী-জাতির—বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা না বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা মনুষ্যশক্তির অসাধ্য না হউক—দুঃসাধ্য বটে! আমরা তাঁহাকে দূর হইতে অভিবাদন করিয়া দেশের সমাজহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সকলে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য অধিকতর মনোযোগী হউন। পূর্ব্বপুরুষদিগের যত্নে যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, যে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, সেই স্বর্গীয় রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বেথুন সাহেব-প্রমুখ মহাত্মাগণ যে বীজ বপন করিয়া অঙ্কুর বা নব তরু দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সামাজিক উত্তর পুরুষেরাই তো তাহা মহা মহীরুহে পরিণত করিবেন;

* লেখাপড়ায় সুশিক্ষিতা হইলে রমণী পারিবারিক সুখশান্তি কিরূপে রক্ষা করিতে পারেন, স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু তাহা "দেবী চৌধুরাণী"তে দেখাইয়াছেন।

তাই প্রার্থনা করি, তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পালনে তাঁহারা যেন শিথিলতা না করেন।

দেশীয় নারী-সুহৃৎ মহাশয়দিগের আলোচ্য এই যে, "স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত? ভাষা, প্রণালী ও শিক্ষিতব্য বিষয় স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে এক, না বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক?" এ সকল প্রশ্ন অতীব গুরুতর; ভরসা করি পুরুষ-দিগের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়া প্রকৃত হিতকর মীমাংসা নির্দ্ধারিত হইবে। আমরাও—আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিলাম,—তাহা অন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি; আশা করি যাঁহারা আমা-দিগকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের নিকটে ইহা সুবিচারিত হইবে।

এ দেশের পুরুষদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না কেন, আজি কালি জাতীয় দরিদ্রতা নিবন্ধন তাহা প্রধানতঃ ধনোপার্জ্জনার্থেই নিয়োজিত হইতেছে। বঙ্গবাসিনীদিগের পক্ষে সাধারণতঃ এমন দিন আসে নাই যে, লেখাপড়ার সাহায্যে তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এখানে বলা বাহুল্য যে, আমরা ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি কতিপয়ের কথা বলিতেছি না; সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের কথাই বলিতেছি। এরূপ স্থলে উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বি, এ, এম,এ, উপাধি লাভ করা যাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত, তাঁহারা পুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়া তাহা লাভ করুন, কিন্তু আমাদের উল্লিখিত সাধারণ বঙ্গবাসিনীদিগের শিক্ষা তাঁহাদের প্রকৃতির উপযোগী হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য তাঁহাদিগকে ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার সহিত সাহিত্য, ধাত্রীশিক্ষা, মাতৃশিক্ষা, শরীরপালন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। খ্রীষ্টান ও মুসলমান বালিকা-দিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র আর হিন্দু, ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধ বালিকাদিগকে ভগবদ্গীতা, মহাভারতীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রভৃতি শিক্ষা দিলে বোধ হয় উপযুক্ত হইতে পারে। স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তকগণ এ বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

তার পরে ভাষার কথা। জাতীয় ভাষা যে জাতীয় সম্পত্তি, একথা বোধ হয় সকলেই বোঝেন। রাজভাষা বলিয়া এ দেশের পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি শিখিতে হয়। অনেক সময়ে তাঁহাদের লিখন পঠন—এমন কি মৌখিক আলাপ পর্য্যন্ত ইংরাজিতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইংরাজিতে এমন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আছেন যে তাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক বা সাময়িক পত্র স্পর্শ করিতেও বিরক্ত হন। এই সকল কারণে অনেকের আশঙ্কা এই যে "এরূপ স্থলে গৃহলক্ষ্মীগণও যদি বঙ্গভাষার অনুশীলন ছাড়িয়া ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্না হইতে চাহেন, তাহা হইলে বঙ্গ ভাষার অবস্থা কি হইবে?" এ আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না; আর জাতীয় ভাষা যে সর্ব্বাগ্রেই শিক্ষণীয় তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। তথাপি

আমরা বাঙ্গালা ভাষার সহিত স্ত্রীজাতিকে সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিতে বলি। সংস্কৃতে আর্য্যজাতির অমূল্য জ্ঞান-রত্ন নিহিত আছে, বঙ্গবাসিনীরা সে রত্নে কেন বঞ্চিতা থাকিবে? ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিতা হওয়া যদি সকলের সময় ও শক্তিসাধ্য না হয়, উক্ত ভাষায় পত্রাদি লিখন পঠন ও আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এখানে আর একটী কথা বলা উচিত, সত্যই বঙ্গভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু আরও উন্নতি হওয়া প্রার্থনীয়।—যাঁহারা জাতীয় ভাষাকে জাতীয় সম্পত্তি করিতে চাহেন, তাঁহাদের বোঝা উচিত যে, বঙ্গভাষার সাহিত্য, অলঙ্কার, ইতিহাস দর্শনাদির এতটা উন্নতি আবশ্যক যে তাহা পাঠে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারিত, চিন্তাশক্তি বিকাশিত এবং বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জ্জিত হয়। দেশের কৃতবিদ্য পুরুষ ও মহিলাগণ যদি এই কার্য্যে বদ্ধ-পরিকর হন, তাহা হইলেই অচিরে এ শুভাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে। এখন জাতীয় ভাষাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে তো বড় বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না—সে পথ পূর্ব্বগামী মহাত্মারা তো প্রাণপণ পরিশ্রমে সুগম করিয়া দিয়াছেন, এখন উপেক্ষা বা ঔদাস্য কি অমার্জ্জনীয় দোষ নহে?

এখানে একটী দুঃখের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; এদেশে বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ হইতে আজিকার কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি লেখকগণ ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহা বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পেই নিয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় সুশিক্ষিতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিপ্রাপ্তা মহিলাগণের কত জন মাতৃভাষার সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন? যাঁহারা মাতার সুযোগ্যা কন্যা, তাঁহাদের এরূপ ঔদাসীন্য কি সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর নহে? এত পাইয়াও যাঁহারা সদ্ব্যয় করিতে বিমুখী, তাঁহাদের কাজের বিচার তাঁহারাই করিয়া দেখুন। আমরা আর কি বলিব?

অতঃপর আমাদের বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় স্বরূপ যে ছয়টী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—১ম বাঙ্গালিদিগের কুসংস্কার, ২য় বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জ্ঞানাভাব, ৩য় বালিকা-বিবাহ, ৪র্থ শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর অভাব, ৫ম অন্তঃপুরস্থা অধিকবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না থাকা, ৬ষ্ঠ অর্থাভাব;—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ছয়টী কারণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তবে প্রথম দুইটী কারণ সর্ব্বসাধারণের প্রতি অবশ্য প্রযোজ্য নহে; তথাপি কোথাও কোথাও উহাদিগের প্রবলতা আছে। যাহাহউক আমাদের ভরসা আছে, আমাদের রাজা স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল। গবর্ণমেণ্টের সহিত যদি এদেশীয় বামাহিতৈষী মহাত্মাগণ

মিলিত হইয়া ঐ সকল অন্তরায় দূর করিতে পারেন, তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি হইবে। কিন্তু নিতান্ত পল্লিগ্রামবাসিনীরা যেন বঞ্চিতা না হয়, সে বিষয়ে সকলে মনোযোগ করিবেন।

লেখিকা
শ্রীমা—

কপিলেশ্বর।

ভুবনেশ্বর হইতে অনতিদূরে কপিলেশ্বর, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির পথে। উক্ত বৌদ্ধ গিরিদ্বয় দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন-কালে আমরা বলিবর্দ্ধ-যানযোগে অপরাহ্ণে কপিলেশ্বরে গেলাম। গ্রামটি অতি ছোট। হাট বাজার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পাকা বাঁধান রাস্তার দুই ধারে লাল-মৃত্তিকা-রঞ্জিত ও চিত্রিত প্রাচীর সমন্বিত খড়ের ঘর। মোটা কাপড়, মোটা ভাত, সামান্য পিত্তল ও লাক্ষার অলঙ্কারের ও অল্প মূল্যের পিত্তল কাঁসার তৈজসে লোকের জীবন সন্তুষ্ট। সভ্য আকাঙ্ক্ষা নাই, সভ্য অভাবও নাই, সভ্য পাপও নাই, সভ্য আয়ও নাই, সভ্য ব্যয়ও নাই। যাহাই হউক, পুরীর মত সিংহ-দ্বার দিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একজন একটি কাল লম্বা হাঁড়ী করিয়া অন্ন-ভোগ লইয়া যাইতেছে। পরে জানিতে পারিলাম যে, এখানেও পুরীর মত অন্ন-ভোগ দেওয়া ও বিক্রীত হয়। ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথের মন্দিরের আদর্শে কপিলেশ্বরের মন্দির গঠিত। ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সেইরূপ সব—মন্দির, নাটমন্দির, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে দেবালয়, এক পার্শ্বে ভোগালয়। সাক্ষী গোপালের মন্দির ও কপিলেশ্বরের মন্দির দেখিতে উচ্চতায় প্রায় সমান। দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যে, অনেক দিন মেরামত হয় নাই। মন্দিরের গাত্রে জঘন্য মূর্ত্তি না থাকিলেও স্থানে স্থানে জঘন্য চিত্র চিত্রিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হয়। ব্রাহ্মণ ভিখারী ও পাণ্ডার অভাব নাই; কিন্তু বেশী দৌরাত্ম্য নাই। এখানে একটি বিষয় দেখিলাম, যাহা কি পুরী, কি ভুবনেশ্বর, কি সাক্ষীগোপাল, কোথায়ও দেখি নাই। তারকেশ্বরের যাত্রীর মত, পীড়িত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে এখানে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত "হত্যা" দিয়াছে। হংস ও কুক্কুটে যে প্রকার মোটা বোকড়া চাউল খায়, এক জনকে সেইরূপ চাউলের ভোগ খাইতে দেখিয়া তথাকার লোকের দারিদ্র্য বিষয়ে চিন্তা করিয়া হৃদয় কম্পিত হইল। মন্দিরের পার্শ্বে একটি বড় পুষ্করিণী। ইহার চারি দিকে পাথরে বাঁধান ঘাট, কিন্তু জল ভাল নয়। ইহাতে মৎস্য কিল্ কিল্ করিতেছে।

যথারীতি প্রদীপ জ্বালিয়া ঠাকুর দর্শন

করিলাম। ইহা একটি প্রস্তরময়মূর্ত্তি, বৃহৎ ও দণ্ডায়মান। কপিলেশ্বর মহাদেব বৌদ্ধধর্ম্ম শৈবধর্ম্মে পরিণত হইবার অবস্থা-জ্ঞাপক। ইহা কটাবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। নানা কারণে ভুবনেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যা অল্প। কপিলেশ্বরের আরও অল্প, যাত্রী প্রায় নাই বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত পুরীর "টেম্পল্ ফণ্ড" হইতে বোধ হয় পুরী জেলার এই সমস্ত মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার ও তত্ত্বাবধান হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র দেখিলাম ভাল পানীয় জলের অভাব। এই অভাবে যাত্রিগণ মারাত্মক-পীড়াক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। ডাক্তারখানারও বন্দোবস্ত কথঞ্চিৎ আছে। যাত্রী বেশি হইলেই থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না, পাণ্ডা মহাশয়েরাও সহস্র গুণে সরাইয়ের দাম চড়াইয়া দেন। এ অবস্থায় হৃদয়বান্ মহাত্মা এবং ধনবান্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইলে বিশেষ উপকার হয়।

ভুবনেশ্বরের ষ্টেশন খণ্ডগিরি ও উদয়-গিরি পাহাড়ের পথে সরাইয়া আনিলে উক্ত গিরিদ্বয়ের দর্শনার্থীদিগের এবং ভুবনেশ্বর ও কপিলেশ্বরের যাত্রীদিগের বড় সুবিধা হয়।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

কালের খেলা।

কৃষ্ণ অলি গ্রামে নাম কপিল ব্রাহ্মণ,
কস্তুরিকা পত্নী সহ বসে হৃষ্টমন।
কপিল ও কস্তুরীর প্রেম সরোবরে
ফুটেছিল ক'টি ফুল বিধাতার বরে।
সেই গ্রামে কৃষ্ণকান্ত নামে জমীদার
ছিলেন, চৈতন্য সম চরিত্র তাঁহার;
প্রাণভরা প্রীতি লয়ে প্রেমে উতরোল,
জঘন্য পাতকী জনে ডেকে দেন কোল।
যেমন চাকর তাঁর তেমনি মনিব—
কপিল বিশ্বস্ত নন্দী, কৃষ্ণকান্ত শিব।
কৃষ্ণকান্ত নিষ্ঠভাবে কপিলের সনে
সঙ্কীর্ত্তন করি ফিরে শ্মশানে মশানে।
এই ভাবে তাঁহাদের সৌভাগ্য নলিন
ক্রমে প্রস্ফুটিত, সুখে কেটে যায় দিন।
কপিল প্রভুর কাজ করি সমাধান
সানন্দে আপন গৃহে করেন প্রস্থান।
এ দিকেতে কস্তুরিকা স্বামীর কারণ
কতই সুখের চিত্র করেন অঙ্কন।
সুবৃহৎ খট্টা পরে শয্যা বিছাইয়া
আপনি রাখেন তাহে তাম্বুল সাজিয়া।
স্বহস্তে খাবার বস্তু করিয়া তৈয়ার
সযত্নে রাখেন আনি সম্মুখে তাঁহার।
হস্ত পদ প্রক্ষালিতে সুশীতল বারি
রাখেন স্বামীর তরে সতী সাধ্বী নারী।
যখন কপিল দেব আসেন ভবনে,
কস্তুরিকা কাছে যান প্রফুল্লবদনে।
পত্নীর পবিত্র মুখে হেরে হাসিরাশি
কপিল স্বরগে যান সুখনীরে ভাসি।

কন্দর্প কমল নামে তনয়যুগল
হাস্যমুখে বসে আসি পিতৃ-পদতল।
দাসীর কোলেতে থাকি বিপণি তনয়া
পিতৃ-কোলে যায় ক্ষুদ্র ভুজ প্রসারিয়া।
তখন কপিল দেব পুত্র কন্যা নিয়ে
বিশ্রাম করেন সুখশয্যায় বসিয়ে।
কস্তুরিকা সতী, তাঁর বসি পদতলে
পতিকে করেন তুষ্ট গল্প স্বরচ্ছলে।

২

পত্নীর ধরিয়া হস্ত প্রভাতে প্রদোষে
কপিল বাগানে যান—শীতল বাতাসে।
সুকোমল পুষ্পগুলি পড়ে চারিভিত,
শিশির ঝরিয়া পড়ে, পাখী গায় গীত।
চারি দিকে মনোহর মধুরসলিলা
মানস-সরসীগুলি হিল্লোল-কুন্তলা।
প্রভাতে শোভয় তাহে পদ্ম অলঙ্কার,
ঘন ঘন উঠে কৃষ্ণ ভ্রমরঝঙ্কার।
প্রদোষে মুদিত পদ্মে নিদ্রিত ভ্রমর,
কি মধুর! সমীরণ করে সরসর।
মানস-সরসে হংস, কপিল-পালিত
মৃণালিনী সহ করে মৃণালে দলিত।
কপিল ও কস্তুরিকা সরসীর তীরে
প্রদোষে প্রভাতে কত সুখে ক্রীড়া করে।
কখনো তুলিয়া ফুল পীরিতি সোহাগে
সাজান কপিল দেব প্রাণের জায়াকে,
কখন বা কস্তুরিকা তুলিয়া কমল
পূজেন ভবানী সম পতি-পদতল।
তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন
তনয় তনয়া গুলি করে আগমন।
কখন বা অপরাহ্ণে পশিয়া বাগানে
সুখে আত্ম-হারা হয় শোভা দরশনে।
অঙ্গুলি অঙ্গুলি তুলি গোলাপ বকুল
নির্ম্মূল করিয়া ফেলে কিশলয়কুল।
মানস সরস ত্যজি রাজহংসদল
শিশুদের কাছে এসে করে কোলাহল।
চকিতে হরিণ-শিশু যায় পলাইয়া,
শিশুরা ধরিতে যায় হাত তালি দিয়া।
অদূরে বকুলতলে বসি ভূমিপরে
কপিল ও কস্তুরিকা এই শোভা হেরে।

৩

এরূপে দম্পতী প্রেমানন্দের তুফানে
সুখে কাল কাটে রোগ শোক নাহি জানে,
কস্তুরীর বিম্বাধরে হাস্যের লহরী
চির-বিকশিত যেন বিশ্ব-মুগ্ধকরী।
অগাধ আনন্দভরা আত্মার ভিতরে,
অপার গাম্ভীর্য্যরাশি বদন উপরে,
ইহাতে হয়েছে অতি শোভা অতুলন
কপিলের—দৃষ্টি মাত্র মুগ্ধ হয় মন।
মধুর উজ্জ্বল যথা মন্দার-মালিকা,
তেমনি তাদের তিন বালক বালিকা।
মুখে হাসি বুকে দয়া কার্য্যেতে তৎপর,
দেহে পরিপূর্ণ রূপ, দানেতে সত্বর।
পরম পবিত্র ভাবে সুখের হিল্লোলে
দিনগুলি নেচে নেচে যাইতেছে চলে।
ওহে বিধি নিরদয় এমন সময়
কীট-দষ্ট করি দিলে সুখ-কুবলয়!
ফিরিল সৌভাগ্য চক্র, আইল কুদিন,
বাসনা মুকুল গুলি হইল মলিন।
কপিল দেবের হ'ল ক্ষয়কাশ রোগ,
ভুগিতে লাগিল সে যে নিদারুণ ভোগ।
অরুচি উৎকট জ্বালা সর্ব্ব কলেবরে
নিরখিয়া সকলের হৃদয় বিদরে।

তাজিয়া আহার নিদ্রা কস্তুরিকা সতী
সেবিতে লাগিল নিজ প্রাণাধিক পতি।
খেলা ধূলা ভুলি দুটী সুবোধ তনয়
পিতার চরণ তলে সদা বসি রয়।
হায়! এই ঘটনার মাস দুই পরে,
কপিল স্বরগে গেল মহাযাত্রা করে।

৪

কে গো তুমি বিষাদিনী বসি তরুতলে
এলোচুলে ভাসিতেছ নয়নের জলে?
তেজশূন্য শোভাশূন্য যুগল নয়ন
রক্তশূন্য, মধুশূন্য, সরোজ বদন।
দুই দিকে বসি দুই নীরব তনয়,
কোলের নিকটে কন্যা হেঁট মুখে রয়।
তোমারে চিনেছি অয়ি কস্তুরিকা সতী!
ধরেছ বিষাদমূর্ত্তি হারাইয়া পতি।
দুই দিকে বসি দুই তনয় রতন
জননীকে বাহু দিয়া করেছে বেষ্টন।
কোলের নিকটে বসি বালিকা বিপণি
মাতার যন্ত্রণা হেরি বিরস-বদনী।
উঠ উঠ সতী সাধ্বী কস্তুরী ললনা,
জগত-জীবন ঘুচাবেন এ যাতনা।
কস্তুরিকা এসংসার পরীক্ষার স্থল,
অসার সংসারে সার ধর্ম্মই কেবল।
অতএব উঠ, কর শোক পরিহার,
সাধুজনে রক্ষিবেন সেব সারাৎসার।
ধর্ম্মের চরণে করি দৃঢ় প্রাণ মন
উঠিলেক সতী করি অশ্রু সম্বরণ,
চিরাঙ্কিত করি বুকে পতির মুরতি,
কর্ত্তব্য পালন হেতু উঠিলেন সতী।
কপিলের যদি হ'ল দেহের পতন
কৃষ্ণকান্তের(ও) হইল রোগের লক্ষণ।
দুই তিন দিন রহি রোগ শয্যাপরে
কৃষ্ণকান্ত চলে গেল অমর নগরে—
কপিল গিয়াছে যথা। হায় হায় হায়!
কস্তুরীর মুখ পানে কেবা ফিরে চায়?
কস্তুরীর টাকা কড়ি সব ফুরাইল,
দাস দাসী লোক জনে বিদায় করিল।
মানস সরস সহ ফুলের বাগান
বিক্রী করি টাকা দিয়ে কিনিলেক ধান।
আপনার অঙ্গে ছিল যত অলঙ্কার
বেচি বেচি অভাগিনী চালায় সংসার।
ঘরে নাই অন্ন গোটা অঙ্গে নাই বস্ত্র,
ললাটে চিন্তার রেখা চক্ষে অশ্রুজল?
এইরূপে বিষাদিনী শিশুগণে নিয়ে
কভু অন্ন খায়, কভু না খাকে খাইয়ে।
'মা' বলিয়ে ডাকে যবে কদম্ব কমল,
কস্তুরীর ভাঙ্গা বুকে আসে কত বল।
দেড় বৎসরের শিশু, বালিকা বিপণি
মা বলিয়া আসে যবে তুলি হাতখানি।
আধ হাসি আধ কান্না মাখা সেই মুখ
হেরিলে দুঃখিনী যেন ভোলে সব দুখ।
কি আশ্চর্য্য বিধাতার মঙ্গলবিধান—
দুঃখের মধ্যেও প্রাণে করে শান্তি দান!!

(ক্রমশঃ)

দয়ানন্দ সরস্বতী।

মরভি রাজ্যের অন্তর্গত কাথিওয়ার নামক স্থানে মহাত্মা দয়ানন্দ খৃঃ ১৮২৪ অব্দে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে তিনি দেবনাগর বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বংশগত রীত্যনুসারে তিনি টীকা টিপ্পনীসহ বহুসংখ্যক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন এবং গায়ত্রী শিক্ষা হয়। তাঁহার পিতৃদেব শিবোপাসক ছিলেন, সুতরাং বালককাল হইতেই তাঁহাকে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। পাছে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এই ভয়ে তদীয় মাতা শিবপূজার্থ যেরূপ উপবাসাদি করিতে হয়, তাহা করিতে দিতেন না। এই জন্য তাঁহার পিতা মাতার মধ্যে সময়ে সময়ে বাগ্‌বিতণ্ডাও হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বেদ অধ্যয়ন শেষ করিবার পর তিনি পিতৃদেবের সহিত শিব-মন্দিরে পূজার্চ্চনার জন্য গমন করিতেন। তাঁহার পিতার বিশ্বাস ছিল, শিব পূজা করাই ধর্ম্মার্জ্জনের একমাত্র পথ।

দয়ানন্দের পিতা তহসীলদারী কার্য্য করিতেন। অভাব অনাটনের মর্ম্মভেদিনী যাতনায় কখনও উৎপীড়িত হন নাই, সুতরাং দয়ানন্দ বেশ সুখ-সচ্ছন্দেই বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার পিতা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনিও উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শঙ্করকে পূজা করিতে হইবে স্থির হইল; পিতাপুত্রে মঠে গমন করিলেন। রাত্রির গভীরতার সহিত উপাসকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা দুরূহ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা একপ্রকার নির্জ্জন হইয়া পড়িল। উপাসকমণ্ডলী ও মঠের কার্য্যকারকগণ নিদ্রার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শঙ্করের সেবা ত্যাগ করিয়া নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাছে উপাসনার কোন অঙ্গহীন হয়, এই ভয়ে একমাত্র দয়ানন্দই জাগ্রত রহিলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট থাকিতে না পারিয়া মঠের বহির্ভাগে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগে রত হইলেন।

কিছুক্ষণ একাকী উপবিষ্ট থাকিবার পর তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, অভিসম্পাত-প্রদাতা, পান ভোজন-নিদ্রা-বিহার-পরায়ণ ত্রিশূল-ডম্বরু-হস্ত এই মূর্ত্তি দেবাদিদেব মহাদেব, ইহা কি সম্ভবপর? এইরূপ সন্দেহে তাঁহার মন এরূপ অশান্ত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া সুষুপ্ত পিতাকে জাগ্রত করিয়া এই মূর্ত্তি শাস্ত্রোক্ত মহাদেব কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পিতা এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কারণ জ্ঞাত হইতে

চাহিলে তিনি বলিলেন, মূষিকাদি যাঁহার উপর বিচরণ করিয়া যাঁহার পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে অথচ যিনি তাহার কোনও প্রতিবিধান করিতেছেন না, সে প্রতিমূর্ত্তিকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করা আমি অসম্ভব বলিয়া বোধ করিতেছি। তাঁহার পিতা বলিলেন, এই কলিযুগে মহাদেবকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নহে, এই জন্য পবিত্র ব্রাহ্মণেরা মহাদেবের এই প্রস্তরমূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ভক্তেরা ইহাকেই মহাদেব বলিয়া জানে।

পিতৃদেবের এই উপদেশে তাঁহার মন কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অতিমাত্র শ্রান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসা-প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, এ জন্য উপস্থিত সন্দেহের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবার জন্য পিতৃ-আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। পিতা, উপবাস ভঙ্গ করিতে বিশেষরূপ নিবারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাহা পালন করিতে অক্ষম হইয়া মাতৃদত্ত খাদ্য ভোজন করতঃ শয়ন করিলেন।

তাঁহার পিতা গৃহে আসিয়া শুনিলেন, তিনি উপবাস ভঙ্গ করিয়াছেন। উপবাস ভঙ্গ জন্য তাঁহার যে কি ভয়ানক পাপসঞ্চার হইয়াছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তিনি বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দয়ানন্দের মন হইতে পৌত্তলিকতা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি আপন ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সমস্ত সময় অধ্যয়নে নিয়োজিত করিলেন।

দয়ানন্দের দুইটি সহোদর ও দুইটি কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। একটি সহোদরা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। তিনি জীবনে এই প্রথম শোক—অতি ভয়ানক শোক প্রাপ্ত হইলেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উত্তোলিত করিলেন। কিন্তু তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "মৃত্যুর নিদারুণ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এরূপ কেহ কি ইহ-জগতে ছিলেন না? আমিও হয়ত হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারি। মনুষ্য-জীবনের এই দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব? মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিব?" তিনি তৎক্ষণাৎ সংকল্প করিলেন, যেরূপেই হউক তিনি উহা লাভ করিয়া, অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা মৃত্যুসময়ে যে অনির্ব্বচনীয় কষ্টভোগ করে, তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। তদবধি ব্রতোপবাসাদির কপটতা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বিষয় কাহাকেও জানিতে দিলেন না। সোদরার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই দয়ানন্দের একটী কৃতবিদ্য খুল্লতাত জীবন-লীলা সংবরণ করেন। উপর্য্যুপরি দুইটি শোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি স্থিরনিশ্চয় করিলেন, ইহজগতে কিছুই স্থায়ী নহে, উপভোগ করিবার কোন বস্তুই এখানে নাই।

যখন সংসারবিরাগের বীজ দয়ানন্দের হৃদয়ে অল্প অল্প অঙ্কুরিত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে পরিণীত করিবার সংকল্প করিলেন। পরিণীত জীবন প্রশংসার্হ বলিয়া তাঁহার কখনই ধারণা ছিল না। যাহাহউক নানা উপায়ে তিনি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ বন্ধ রাখিলেন। তিনি শিক্ষালাভের জন্য বারাণসী গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইল না। বাসস্থানের ছয় মাইল দূরে এক জন পণ্ডিত বাস করিতেন, তাহার নিকট তিনি সংস্কৃতশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর তিনি গৃহে আনীত হইলেন; দেখিলেন তাঁহার বিবাহের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে। এই সময়ে তাহার বয়স একবিংশবর্ষ। বিবাহ বন্ধ করিবার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, যাহাতে কখনও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে না হয়, এরূপ কোনও পথাবলম্বনে স্থিরসংকল্প হইলেন।

দয়ানন্দ গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। দয়ানন্দ একাকী গমন করিতেছেন দেখিয়া একদল ব্রাহ্মণভিখারী আসিয়া তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমুদয় কাড়িয়া লইল। যাইবার সময় তাহারা বলিয়া গেল, ইহজীবনে যতই দান করিবে, যতই আত্মত্যাগী হইবে, পরজীবনে ততই ফল ভোগ করিবে। কিছু দিন পরে তিনি সয়লা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। লালা ভাগবত নামক একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত তথায় বাস করিতেন। দয়ানন্দ তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন স্থির করিলেন।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াতে তাঁহার নাম ও বেশ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেন; তাঁহার নূতন নাম হইল শুদ্ধ চৈতন্য। নূতন বেশে দয়ানন্দ আহম্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন পরিচিত বৈরাগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শিধপুরের মেলায় যাইতেছেন জানিতে পারিয়া বৈরাগী তাঁহার পিতাকে সংবাদ দেয়। দয়ানন্দ নীলকান্ত মহাদেবের মন্দিরাভ্যন্তরে কয়েকজন সতীর্থের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার পিতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পিতা কয়েদীর ন্যায় তাঁহাকে অনুচর সিপাহীদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু দয়ানন্দকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে তাহারা সক্ষম হইল না। কৌশলে তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তিনি প্রথমে আহম্মদাবাদে আসিলেন, পরে বরদায় যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি কিছুকাল বাস করিলেন। চেতন

মঠে ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহার বেদান্তের আলোচনা হইত। অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর সহিতও তিনি বেদান্তের তর্ক মীমাংসা করিতেন। ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে তিনি অহংজ্ঞান লাভ করেন; জীব (আত্মা) ও ব্রহ্ম এক ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

মহদ্বাক্য।

১। তোমার জীবনই তোমার যথার্থ দর্পণ।

২। নিজের সুখ বা আনন্দ পরকে বিতরণ করিতে পারিলে তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠে।

৩। আমরা বুদ্ধি পাইয়াছি এই জন্য যে ঈশ্বরের সৃষ্টি আলোচনা করিয়া ঈশ্বরকে বুঝিব।

৪। পাপজনিত দুঃখ ও যন্ত্রণা কোথায় পলায়ন করিবে, তুমি যদি এখনই মুক্তির পথ অবলম্বন কর।

৫। ঈশ্বরের চক্ষে আমরা যেরূপ প্রতীয়মান হই, যদি আমরা আমাদিগকে সেইরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের অসীম ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা উপলব্ধি করিয়া আমরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি সন্দেহ নাই।

৬। বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না।

৭। যে সংসারীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নাই এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা নাই, সাংসারিক চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতে পারে না।

৮। অনেক সময় পাপ বা আলস্যাধীন হইয়া যাহা হারাইতেছি, তাহা পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। এরূপ কপট প্রার্থনা ভগবান্ কখনও পূর্ণ করেন না।

৯। ঈশ্বরের জন্য জীবন ধারণ করিয়া সুখী হইবেন, যিনি নিজকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছেন, এবং নিজে এই শিক্ষা অনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করেন, তাঁহার আর সুখের অভাব হয় না।

১০। যাহা সত্য বলিয়া জান, তাহা পালন না করিয়া তুমি যত দিন জীবনধারণ করিবে, ততদিন তোমার শান্তি লাভের আশা নাই।

১১। ইন্দ্রিয় ও মলিন কামনাকে জয় করা সর্ব্বপ্রধান জয়। কামনাকে জয় করিলে সর্ব্বজয়ী হওয়া যায়।

১২। কঠোর কর্ত্তব্য বলিয়া ধর্ম্ম পালন না করিয়া, যখন আনন্দকর ও সুখকর বলিয়া তাহা পালন করিতে পারিবে, তখনই জানিবে যে তুমি জীবন্মুক্ত হইয়াছ।

১৩। তুমি নিজে আগামী কল্য কিসে

অধিক সুখী হইবে, কিসে অধিক আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে, এই চিন্তা অধিক সময় তোমার মনে প্রবল? না, আগামী কল্য কিসে অপরকে সুখী করিবে, কিসে অপরের আনন্দের কারণ হইতে পারিবে, এই চিন্তা তোমার মনে প্রবল? যদি শেষোক্ত চিন্তা প্রবল না হয়, তাহা হইলে নিজের স্বার্থপরতা উপলব্ধি করিয়া নতশির হও।

১৪। এমন একটিও মানব বা মানবী নাই যে ধার্ম্মিক ও সদাচারী হইলে সমস্ত মানবজাতি উপকৃত হয় না। প্রকৃত পক্ষে, সমগ্র মানবজাতি একশরীর ও একাত্মা।

১৫। তোমার অহঙ্কারের স্ফীততা অনুসারে তুমি দেবত্ব হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছ।

১৬। তোমরা সকলে পরস্পরের সহায়তা কর, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, ইহাই সমাজ, ধর্ম্ম ও শাসানপ্রণালীর প্রাণ, ইহাই উচ্চতম সভ্যতার ভিত্তি।

১৭। নম্রতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা এই তিনটী গুণ মনুষ্যত্বের অনুগামী।

১৮। একটি প্রধান নিয়মের উপর সমগ্র নৈতিক জগৎ স্থিতি করিতেছে; উহা এই যে ধর্ম্মসাধন দ্বারা ধর্ম্ম-পরায়ণতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ধর্ম্মসাধন হইতেই আত্মার উন্নতি ও মুক্তি হয়।

১৯। ক্রমে ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া যেমন বিপুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হওয়া যায়, তেমনি ক্রমে ক্রমে এক একটি দোষ, দুর্ব্বলতা ও পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অনুপম চরিত্র রূপ পরম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায়। সংসারে মানব যেন এই সত্য কখনও বিস্মৃত না হয়েন।

২০। জ্ঞান ও ধর্ম্মশূন্য অহঙ্কারী ধনী ব্যক্তির আত্মম্ভরিতার ন্যায় হাস্যকর ও হেয় পদার্থ অতি অল্পই দেখা যায়।

২১। যাহার প্রতি তোমার অনুরাগ নাই, তাহার উপর তোমার কোনও প্রভাব খাটিতে পারে না।

২২। ভ্রমে পতিত হইয়া যখন আমরা ভ্রম দেখিতে পাই, তখন যে লজ্জার উদ্রেক হয়, তাহার তীব্রতা দুঃসহ। অতএব ভ্রম হইতে দূরে থাকিতে সতত সচেষ্ট হইবে।

২৩। যদি তোমার নৈতিক শিক্ষার দোষ থাকে, তুমি স্বাভাবিক সরলতা গুণে তাহা অবশ্যই ক্ষালন করিতে পার।

২৪। ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার অভিব্যক্তি, ধর্ম্মজীবন ঈশ্বরের প্রকাশ।

২৫। আমার প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বর যেন সন্তুষ্ট হন, আমরা প্রত্যেকে যদি অহরহ এই প্রার্থনা হৃদয়ে লইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে এই পৃথিবী এক অভিনব সুখশান্তির আলয় হয়।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরের নামাবলী।

য

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্, যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্ব-কিন্নর-সেবিত, যজ্ঞেশনাথ, যজনীয়, যজ্ঞ-পুরুষ, যজ্ঞেশ্বর, যৎপরোনাস্তি, যতনের ধন, যতঃসর্ব্বং, যেন সর্ব্বং, যতি-জীবন, যতীন্দ্রলভ্য, যতীশ, যত্নসাধ্য, যথাকাম, যথাপূর্ব্বং তথাপরং, যন্ত্রচালক যন্ত্রণাহর, যন্ত্রী, যমশাসন, যমান্তক, যবনাচার্য্যপূজিত, যশস্বান্, যশস্বী, যশোদ, যশোধন, যশোধর, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, যাচক, যাচনীয়, যাচ্য, যাজ্য, যাগযজ্ঞফল-বিধাতা, যাজ্ঞিক, যাতনাহারী, যাত্রাহীন, যাত্রাসাথী, যাতু, যাতুকর, যাতনাছাধন, যাদোনাথ নাথ, যামল, যাম্মিকভট, যাবজ্জীবনসখা, যিহোবা, যুক্তিমূল, যুক্তি-সিদ্ধ, যুগধারী, যুগযুগান্তব্যাপী, যুগান্ত-কারী, যুগপৎসেব্য-সেবক, যুগলমেলক, যুগলসাধন-সাধ্য, যোদ্ধা, যুধাজিৎ, যোগ-নাথ, যোগসাধ্য, যোগক্ষেম-বিধাতা, যোগ-নিদ্রাশীল, যোগলভ্য, যোগীন্দ্রহৃদিবল্লভ, যোগীশ, যোগেশ, যোগ্যাযোগ্যবিচারক, যোগ্যযোগ্যনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, যোজক, যৌটক যোনি, যোত, যৌবনেশ্বর।

র

রক্তমাংসাস্থিবর্জ্জিত, রক্তচালক, রক্ষক, রক্তশাসন, রক্ষণং রক্ষণানাং, রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষাকবচ, রক্ষোভয়-ত্রাতা, রচক, রচয়িতা, রজোহীন, রঞ্জক, রঞ্জন, রণেন্দ্র, রতিমতি-দাতা, রত্ন, রত্নসার, রত্নাকর, রথচালক, রথী, রন্ধ্রহীন, রম, রমণীয়, রমা, রবহীন, রবীন্দ্র, রবিজভয়নাশন, রস, রসজ্ঞ, রসদাতা, রসময়, রসরাজ, রসস্বরূপ, রসাল, রসিক, রসিকেশ্বর, রহস্য, রাখালরাজ, রাগদ্বেষবিহীন, রাজধর্ম্মাদর্শ, রাজরাজ, রাজা, রাজ-রাজেশ্বর, রাজার রাজা, রাম, রাসেশ্বর, রিপুনাশন, রুগ্নবন্ধু, রুচির, রুদ্র, রুদ্রেশ্বর, রূপবান্, রূপবিবর্জ্জিত, রেণুর রেণু, রোগনাশন, রোগহা, রোচক, রোচিষ্ণু, রোদননিবারণ, রৌরব-ত্রাতা।

ল

লক্ষনামা, লক্ষপতি, লক্ষভুবনেশ্বর, লক্ষ-বিপদবারণ, লক্ষসম্পদকারণ, লক্ষ্মীশ, লক্ষ্য, লঘিষ্ঠ, লঘুত্তম, লঘুহস্ত, লজ্জাদাতা, লজ্জা-নিবারণ, লজ্জাশীল, লয়কারী, লয়হীন, ললাট-লিপি-বিধাতা, ললাম, ললিত, লালক, লালিত্যময়, লাবণ্যময়, লাভালাভ-হীন, লিপ্সাহীন, লীলাময়, লীলারসময়, লুকান ধন, লুক্কায়িত, লোকগুরু, লোক-নাথ, লোকপাল, লোকবন্ধু, লোকস্থিতি-কারণ, লোকান্তরসাথী, লোকেন্দ্র, লোকেশ, লোকভঞ্জনিবারণ, লোকভয়-হারী, লোচন, লোচনানন্দ, লোপভয়-বিরহিত, লোভনীয়, লৌকিকাতীত।

ভারতীয় পুণ্যনদী।

(৪৭৭-৭৮ সংখ্যা)—৫৬ পৃষ্ঠার পর)

১। পুণ্যনদী গঙ্গা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভৌগলিক বৃত্তান্ত।

গঙ্গার প্রকৃত উৎপত্তিস্থান অদ্যাপিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থানই গঙ্গার উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাহারও মতে জাহ্নবীই গঙ্গার মূল নদী, আবার কোন কোন ভূগোলবেত্তার মতে ধৌলীর উৎপত্তিস্থান গঙ্গার উৎপত্তিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধৌলী অলকানন্দার উপনদী—বিষ্ণু-প্রয়াগে অলকানন্দার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। দেব-প্রয়াগে (হরিদ্বারের ত্রিশ ক্রোশ উত্তরে) অলকানন্দাও ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়া 'গঙ্গা' নামে অভিহিত হইয়াছে। দেব-প্রয়াগের নিম্নস্থ প্রবাহই আদৌ গঙ্গা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। যাঁহারা গঙ্গা প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারা দেব-প্রয়াগ হইতে গঙ্গাসাগর বা সাগরসঙ্গম এবং সাগরসঙ্গম হইয়া অপর পার দিয়া দেব-প্রয়াগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াই প্রদক্ষিণকার্য্য সম্পন্ন করেন। অলকানন্দার আয়তন ভাগীরথী অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত। সরস্বতীগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, ধৌলী, পিণ্ডার, মন্দাকিনী প্রভৃতি ইহার অনেকগুলি উপনদী আছে। প্রায় সমস্ত নদীগুলিই বিগলিত নীহার-ধারা-সম্ভূত ও প্রচণ্ড বেগবতী। সুতরাং অলকানন্দা সকল সময়েই প্রকৃত-স্রোতঃসম্পন্না। ভাগরথীরও জাহ্নবী, রীতল, জলকর, বিলঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটী বিপুলবেগবতী উপনদী আছে, তন্মধ্যে জাহ্নবীই প্রধান। জাহ্নবী মূল নদী ভাগীরথী অপেক্ষা দীর্ঘতর, তথাপি ভাগীরথীই মূল নদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। জাহ্নবী অলকানন্দা প্রভৃতি অন্যান্য উপনদী সকল অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র, বিশেষতঃ গো-মুখী হইতে নিঃসৃত ও গঙ্গোত্রী হইয়া প্রবাহিত বলিয়া ভাগীরথীর মাহাত্ম্যই সমধিক প্রতিষ্ঠিত। আমরাও সেই জন্য ভাগীরথীকেই গঙ্গার মূল প্রবাহ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

প্রথম উপনদী—ভাগীরথী।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গঙ্গার বা ভাগীরথীর প্রকৃত উৎপত্তিস্থান অদ্যাপিও আবিষ্কৃত হয় নাই। হিমালয়ের যে অংশ বিদীর্ণ হইয়া ইহার প্রবাহ প্রথম নির্গত হইয়াছে, তাহা সমুদ্রের সমতল হইতে ১৩,৮০০ পাদ উচ্চ। এই স্থানটী গাড়োয়াল প্রদেশের অন্তর্গত। ইহা একটী বিশাল তুষারক্ষেত্র, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। পর্ব্বতের কোন্ অংশ ভেদ করিয়া উৎস সকল নির্গত হইয়া নীহারা-

কারে পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্থানটী অতীব দুর্গম। বহু আয়াসেও মূল প্রবাহ আবিষ্কৃত হয় নাই। তুষারক্ষেত্রের এক পার্শ্বে সেণ্ট প্যাট্রিক ও অপর পার্শ্বে সেণ্ট জর্জ্জ শিখর*। ইহাদিগের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে ২২,৭৯৮ পাদ ও ২২,৬৫৪ পাদ। মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্গের নাম পীরামিড। ইহার উচ্চতা ২১,৩৭৯ পাদ। ইহারই সম্মুখে অর্থাৎ বিপরীত দিকে তুষারক্ষেত্রের নিম্নে একটী অপ্রশস্ত স্বাভাবিক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের মত সুগভীর কন্দর দৃষ্ট হয়। এই কন্দর দিয়া তুষারক্ষেত্রের গলিত নীহারধারা অজস্র প্রবলবেগে কলকল স্বরে নির্গত হইতেছে। তুষারক্ষেত্রটী অনেক দূর বিস্তৃত এবং নীহাররাশির ঘনত্ব তিন শত পাদেরও অধিক। নীহাররাশি প্রায় সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থাপিত। বিশাল হিমশিলারচাপে নিম্নস্তর নিষ্পীড়িত হইয়া এবং প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডতাপে উপরিভাগ বিগলিত হইয়া দিবসে যে পরিমাণে নীহাররাশির ঘনত্বের অপচয় হইয়া থাকে, রজনীর শৈত্যাতিশয্যে ও প্রবল হিমপাতে তাহার সমধিক প্রতিপূরণ হয়। তুষারক্ষেত্রের নিম্নস্থ গলিত নীহার-নির্গমনকন্দরও সর্ব্বদা নীহারাচ্ছন্ন। ইহা নীহারের প্রাচীরবৎ তুষারক্ষেত্রের আবরণরূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহার বহিরাকার অতি চমৎকার—অনেকটা গো-মুখের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় গোমুখী নামে অভিহিত হইয়াছে। ভাগীরথী এই গোমুখী কন্দর দিয়া নির্গত হইয়া নিম্ন দেশে প্রবাহিত হইতেছে। গোমুখীর অব্যবহিত নিম্নে বা সমতলে নির্গত নীহারধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীহারখণ্ডে সমাচ্ছন্ন। ইহার গতি এত মন্দ যে, বহুক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে চলিতেছে কি না অনুভূত হয় না। এই সকল নীহারখণ্ড কতক উপরিস্থ তুষারক্ষেত্রের গলিতধারার সহিত স্রোতোবেগে নীত, কতক বা নিশার শৈত্যাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া হৈম নদীর উপরে স্ফটিকমালার ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। ভক্ত সাধু ইহাকেই ভগবান্ ব্যোমকেশের শুভ্র জটাভার বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ভাগীরথী জটা-বিমুক্ত হইয়া এই স্থানের প্রান্ত হইতে মহাবেগে নিম্নদেশে নিপতিত হইতেছে। এখানে প্রবাহের প্রসার অনধিক ২৭ পাদ ও গভীরতা ১৫ ইঞ্চি মাত্র।

গোমুখী-নিঃসৃতা ভাগীরথী ক্রমে উত্তর-পশ্চিমবাহিনী হইয়া ন্যূনাধিক চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গোত্রীতে প্রবাহিত হইতেছে। এখানেও প্রবাহের প্রসার ২৭ পাদ, কিন্তু গভীরতা দুই পাদ। এ স্থানটি সমুদ্রের সমতল হইতে ১০,৩০০ পাদ উচ্চ। প্রতি ক্রোশে সাত শত পাদ নিম্নাবতরণ করিতেছে। ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলে গঙ্গোত্রীর পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের উচ্চতা ২০ পাদ।

* ইহা ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের প্রদত্ত নাম।

চূড়া পতাকামালায় সুশোভিত। মন্দির-মধ্যে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। দেবালয়ের আবরণ প্রাচীর আকাট প্রস্তরে রচিত। এখানে ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী পবিত্র কুণ্ড আছে, তথায় যাত্রী-দিগকে স্নানদান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। নিকটে কোন গ্রাম বা লোকালয় না থাকাতে যাত্রীদিগের থাকিবার সুবিধা হয় না। পর্ব্বতের গুহা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত কয়েকটী কুটীরই কেবল একমাত্র আশ্রয়-স্থান। গঙ্গোত্রীর সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ জল পরম পবিত্র বলিয়া যাত্রিগণ কমণ্ডলু ও স্থালীবদ্ধ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় উপনদী—জাহ্নবী।

গঙ্গোত্রীর সার্দ্ধতিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ভৈরোঘাটী। এখানে উপনদী জাহ্নবী ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। জাহ্নবী ভাগীরথীর একটী উপনদী। ইহারও মূল উৎস দুর্গম হিমাদ্রি-হৃদয়ে নিহিত। কাহার কাহার মতে ইহা চিন অধিকারভুক্ত হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ সানু-দেশের উত্তরভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া গড়োয়াল প্রদেশে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কোন কোন ভূগোল-বেত্তা বলেন, ইহা উক্ত সানুদেশের দক্ষিণ গড়োয়াল প্রদেশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মূল প্রবাহিণী প্রথমে উত্তর-বাহিনী এবং কিছু পরে পশ্চিমবাহিনী হইয়া পঞ্চদশ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া ভাগী-রথীর দক্ষিণভাগে ভৈরোঘাটীতে মিলিত হইয়াছে। জাহ্নবীর দক্ষিণ উপকূলে নিলিং গ্রাম; ইহা গড়োয়ালের উত্তরসীমাস্থিত ও চিনতাতারের অধিকার-ভুক্ত। উচ্চতা সমুদ্রের সমতল হইতে ১১,১২৭ পাদ। এই স্থান দিয়া ১৮,০০০ পাদ উচ্চ শিখর সকল অতিক্রম করিয়া হিমাচলের অপর পারে গমন করিবার গিরি পথ আছে। কিন্তু তাহা অতীব দুর্গম ও বিপজ্জনক। নিলিংএ সর্ব্বদাই প্রবল পার্ব্বতীয় বায়ু বহিয়া থাকে, তজ্জন্য তথাকার গৃহ সকল অতিশয় নিম্ন। উপনদী নিলিংও এখানে জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। নিলিং একটী পার্ব্বতীয় প্রবাহ, চিন-অধিকারস্থ উত্তর সানু হইতে উৎপন্ন হইয়া গড়োয়ালে জাহ্নবীতে পতিত হইতেছে। নিলিং জাহ্নবীর উপনদী। জাহ্নবী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলই সঙ্গ ভৈরোঘাটী। ঘাটী বা ঘাট অর্থ জলাবতরণিকা বা তীর্থ।* ভৈরোঘাটী ভৈরবের ঘাট বা তীর্থ। সঙ্গ অর্থ সঙ্গম বা নদীসকলের মিলনস্থান। সঙ্গ ভৈরবঘাটী অর্থাৎ জাহ্নবী ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল ও ভৈরব তীর্থ। ভৈরোঘাটী একটি ভীষণ স্থান। সমুচ্চ গিরিদরী-নিবদ্ধা প্রবল প্রবাহিণীদ্বয় প্রচণ্ড বেগে, সুগভীর কলকল নাদে হিমাচল প্রকম্পিত করিয়া পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতাংশ ত্রিশূলের ন্যায় অবিশয়ান; উভয়

* ঘাটী বা তরাই—উপত্যকার উচ্চ সানু দিয়া নদীর প্রবাহ।

পার্শ্ব নিয়ত বিধৌত হওয়াতে অগ্রভাগের তীক্ষ্ণতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। প্রয়াগে যেরূপ গঙ্গার বিশদ সলিল যমুনার নীল জলের সহিত মিলিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়, এখানেও সেইরূপ জাহ্নবীর ঈষ-নীলাভ সুন্দর সলিল ভাগীরথীর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এখানে জাহ্নবীর প্রসার শত পাদ এবং ভাগীরথীর বিস্তৃতি ৪৫ পাদ মাত্র, কিন্তু ইহা জাহ্নবী অপেক্ষা গভীর। সঙ্গমস্থলে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ভৈরবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কৃত-সঙ্কল্প যাত্রিগণ পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া ভৈরবের পূজাদি করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। ইহারই অব্যবহিত পরে ভাগী-রথীর উপর একটি কাষ্ঠময় সেতু; উহা জল হইতে ৪০ হস্ত উচ্চ। ভৈরোঘাটী সমুদ্রের সমতল হইতে ৮৫১১ পাদ উচ্চ। এখানে প্রবাহ প্রতি ক্রোশ ৫১০ পাদ অবতরণ করিতেছে। (ক্রমশঃ)

ইলিয়াড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম সর্গ।

এতেক প্রার্থিলা যবে কৃতাঞ্জলিপুটে
ক্রাইসিস্, অবিলম্বে দেব ফিবিয়াস
পূরিলা প্রার্থনা তার সুপ্রসন্ন-চিতে।
অতঃপর দেবভক্ত মিলিয়া সকলে
উৎসর্গিত ধেনু শত বধিলেক আনি
দেবের সকাশে হর্ষে; যাজক ক্রুসিস
হত-পশু-মাংস যত দগ্ধীভূত করি
প্রস্তুত করিল তবে ভোজ্য পেয় আদি।
গ্রীকগণ সবে পূর্ণ সুরা-পাত্র আর
সে ভোজ সুপেয় সাঙ্গ করি মহানন্দে
মাতিলেক স্বরা দেবের সুপ্রীতি তরে
স্তুতিগীতি গানে। প্রসন্ন আপলো দেব
শুনিলা হরষে অনুগত ভক্তদের
পবিত্র সে সুগম্ভীর অর্চ্চনার গীতি।
এরূপে সমস্ত দিন গ্রীকগণ মিলি
অর্চ্চিলা আপলো দেবে স্তুতিগীতি গানে।
অস্ত গেল দিবাকর—নামিল আঁধার,
নীরব ধরায় যবে আচিয়ানগণ
ঘুমাইল তরীমাঝে। প্রভাতবেলায়
ক্রাইসিস্ উপকূল ত্যজি ত্বরা সবে
উজানিয়া সিন্ধু পুনঃ বাহিল তরণী।
প্রসন্ন আপলো দেব যোগাইলা আনি
অনুকূল বায়ুদলে; সারা যাত্রা-পথে
খরতর দ্রুত বেগে চলিলা তরণী,
উর্ম্মিদল চারি দিকে উঠিল গাহিয়া
মহানন্দে ঘেরি তারে কল কল স্বনে।
এরূপে যখন তারা উত্তরিলা আসি
ট্রয় উপকূলে, পুনঃ সংস্থাপি যতনে
তটদেশে তরীখানি, পশিলা সকলে
যে যার শিবির, আর কুটীর মাঝারে।

(ক্রমশঃ)

শীলমৎস্য।



শীল মৎস্য আমাদের দেশে নাই। সমুদ্রের তীরে যে সকল দেশ, তথায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ঢেঁকি চিংড়ির গল্প আছে। ইহা ঢেঁকির মত বৃহদাকার মৎস্য। ইহারা রাত্রিকালে গৃহস্থের বাটীতে গিয়া নিদ্রা যায়, আবার দিবসে জলে গিয়া বাস করে, এই রূপ উপকথা শুনা যায়। বোধ হয় সেই "ঢেঁকি চিংড়ি" শীল মৎস্য হইতে কল্পিত হইয়াছে। শীল জলে ও স্থলে বাস করে এবং কখন কখন গৃহস্থের বাটীতেও আশ্রয় লয়, এইরূপ আখ্যায়িকা আছে।

শীলকে মৎস্য বলা হইল, কিন্তু বাস্তবিক উহা মৎস্য নহে। উহার গায়ে আঁইস নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদ আছে। উহারা ডিম পাড়ে না, একেবারে শাবক প্রসব করে। উহা স্তন্যপায়ী, শৈশবে মাতৃস্তন-দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়। উহা উষ্ণ শোণিত, এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জলের উপর ভাসিয়া থাকে। ইহার আকার অনেকটা মৎস্যের মত এবং ইহা অধিকাংশ সময় জলে বাস করে বলিয়া ইহাকে "মৎস্য" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বৃহৎ-জাতীয় শীল শীত-প্রধান উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরেই দৃষ্ট হয়। কখন কখন ইহা বিস্তৃত বরফরাশির উপর উঠিয়া নিদ্রা যায়। কিন্তু ইহা বড় সতর্ক ; যেখানে বিশ্রাম করে, তাহার নিকটে একটা গর্ত্ত খুলিয়া রাখে। একটু সাড়া শব্দ পাইলেই চুপ করিয়া ডুবিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে।

শীল বড় আশ্চর্য্য জন্তু। সে আহারের জন্য সমস্ত দিন জলে সাঁতরাইয়া সাঁতরাইয়া মৎস্য ধরে। যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য জলের উপর ভাসে,

তখন তাহার মস্তকটী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাকে বিড়াল বলিয়া বোধ হয়। শীলের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু, চাপ্‌টা নাক, এবং কর্ণের পরিবর্ত্তে মাথার দুই পাশে দুইটী ছিদ্র আছে। ইহার চারিখানি ছোট ছোট পা আছে, তাহা দেখিতে মৎস্তের ডানার স্থায়। সম্মুখের দুই পায়ে ধারাল নখর আছে, শীল পাহাড় ও হিম-শিলায় সেই নখর বিদ্ধ করিয়া সংলগ্ন হইয়া থাকে। পশ্চাতের পা দুখানি লিপ্ত অর্থাৎ হংসের মত তাহার অঙ্গুলী চামড়া-দ্বারা বদ্ধ। শীলেরা সুন্দররূপে সাঁতার দিতে পারে, কিন্তু ভাল হাঁটিতে পারে না। ভূমির উপর চলিবার সময় তাহাদিগকে গুড়ি মারিয়া চলিতে হয়। প্রচুর মৎস্য ধৃত হইলে শীল সমুদ্রতটে আইসে। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের উপর আসিয়া তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া রৌদ্র পোহায় ও নিদ্রা যায়। কিন্তু সে বড়ই সতর্ক, চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা যাইতেছে বোধ হয়। তাহাদের বরফের উপর নিদ্রা যাইবার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

গ্রীণলণ্ডবাসীদিগের শীল না হইলে চলে না। ইহার মাংস ও চর্ব্বি তাহাদের প্রধান খাদ্য। ইহার চামড়া তাহাদের অনেক কাজে লাগে। ইহার দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মিত হয় এবং তাঁবুর পাল ও নৌকা ঢাকিবার আবরণ প্রস্তুত হয়। গ্রীণলণ্ডবাসী শীলের হাড়ে সূঁচ ও মাংস-পেশীতে ছিপের কড় এবং ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণ করে।

শীলকে সচরাচর বড়সা বিদ্ধ করিয়া বধ করা হয়। শীতকালে সমুদ্রের উপর যখন বরফ জমিয়া কঠিন হয়, তখন একজন গ্রীণলণ্ডবাসী সেই বরফের মধ্যস্থ গর্ত্তের ধারে আড্ডা করিয়া বসে এবং কখন শীল উঠিবে তাহার প্রতীক্ষায় চাহিয়া থাকে। পার্শ্বে শাণিত বড়সা থাকে, আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ব্যবহার করে। ঠাণ্ডা বাতাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিকারী বরফের দেওয়াল দেয় এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া শিকারের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। হতভাগ্য শীল জানে না যে, তাহার যম তাহার অপেক্ষায় রহিয়াছে।

বরফের মধ্যে যে সকল গর্ত্ত থাকে, তাহার অধিকাংশ শীলদিগের কৃত। শীল অধিকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে না নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য সাঁতরাইয়া গর্ত্তের মধ্যে আইসে এবং গোল মাথাটী উঁচু করিয়া তোলে। শীল গর্ত্তের নিকট আসিবা মাত্র শিকারী নিমেষের মধ্যে বড়সা তুলিয়া লয়, এবং সজোরে শীলকে বিদ্ধ করে। বড়সার সঙ্গে একটী লম্বা দড়ী বাঁধা থাকে, তাহা ধরিয়া টানিয়া টানিয়া শীলকে জলের উপর তোলা হয়। একটী শীল ধৃত হইলে মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। স্ত্রীলোকেরা ও ছেলে মেয়েরা দৌড়িয়া শিকারীকে দেখিতে যায়। গ্রীণ-লণ্ডবাসীরা শীতকালে প্রায় উপবাস করিয়া কাটায় এবং তৈলাভাবে প্রদীপ জ্বালাইতে এবং বরফ গলাইয়া জল পান

করিতে পারে না। এখন তাহাদের হরি আনন্দ! প্রদীপ সকল তৈলে পরিপূর্ণ করিয়া লয় এবং স্ত্রীলোকেরা বড় বড় রন্ধনপাত্র সকল আনিয়া উপস্থিত করে। ছেলেদিগের বিলম্ব সহ্য হয় না। তাহারা শীলের কাঁচা মাংস টুকরা টুকরা কাটিয়া আকের টিকলির মত লুকিয়া লুকিয়া খাইতে থাকে। একটা বড় শীল পাইলে তাহাদের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া ভোজ ও নৃত্যগীত চলিয়া থাকে।

শরৎ পূর্ণিমা রজনী।

মধুর পূর্ণিমা-নিশি কত শোভা ধরে রে!
হেরিলে হৃদয় ডুবে পুলক-সাগরে রে!
নক্ষত্র-খচিত হার পরিয়া গলায়
নীলাম্বরে বিকাশিয়া আপনার কায়,
গর্ব্বিতা রূপসী সম ধরণী দর্পণে
নিজ শোভা হেরি চাঁদ হাসিছে গগনে,
তাহারি সৌন্দর্য্য মোহে মোহিত হইয়া
ভাবুক গাহিছে গীতি আপনা ভুলিয়া।
ধরণী ভাসিয়া গেছে জোছনা-ধারায়,
এমন সুখের নিশি কে দিল ধরায়?
কাহার করুণা-বলে জীব-জন্তুগণ
মনোহর শোভা আজ করিল দর্শন?
না জানি কেমন তিনি কত আভাময়,
যাঁহার সৃজিত চাঁদে লাগিল বিস্ময়!

মুষ্টিযোগ।

বিচ্ছুদংশনের মহৌষধ।

আকন্দের ডগা ভাঙ্গিয়া টাট্‌কা আঠা আঙ্গুলে লইয়া দষ্ট স্থানে দিবে এবং ঐ আঠা আঙ্গুলে লইয়া দষ্ট ব্যক্তির দুই নাসারন্ধ্রে বারম্বার ধরিবে। উহাতে আশ্চর্য্য প্রতীকার হয়।

হিক্কা নিবারণের ঔষধ।

১। অশ্বত্থ গাছ হইতে পুরাতন ছাল একটু লইয়া তাহা পোড়াইয়া সেই দগ্ধ ছাল একঘটি শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই জল রোগীকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইবে।

২। পাতী লেবুর বীচি ৫।৭টী লইয়া সেই বীচির উপরের ছাল ছাড়াইয়া ফেলিয়া সেই কয়েকটী বীচি বাটিয়া শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

শিরঃপীড়ার ঔষধ।

১। টাট্‌কা তেলাকুচার পাতা থেঁত করিয়া সেই রস মস্তকে বারম্বার মাখাইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

২। স্নানের পর বাটা রক্তচন্দন এক বিন্দু কর্পূরের সঙ্গে মিশাইয়া মস্তক ও কপালে উত্তমরূপে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

ফোঁড়া পাঁচড়ার ঔষধ।

ছেলেদিগের মাথায়, ঘাড়ে, মুখে ফোড়া পাঁচড়ার ঘা হইলে শ্বেতচন্দন বাটিয়া কর্পূর মিশাইয়া সেবন করাইলে ভাল হয়।

প্রস্রাব বৃদ্ধির ঔষধ।

১। ঘৃতকুমারীর পাতার ৪ আঙ্গুল পরিমাণ লইয়া ছাল ছাড়াইয়া শাঁস বাহির করিবে। তাহা ঘুটের পাঁশে ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া পরে জলে ধুইয়া চিবাইয়া খাইবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেব্য।

২। খোরাসানী জোয়ান ।৵০ কাল তিল ৵০ আনার সহিত বাটিয়া, ইক্ষুগুড় ১॥ তোলা পরিমাণের সহিত উহা মিশাইয়া ১২টি বড়ী করিবে। ৩ ঘণ্টা অন্তর দিনে ৪টি বড়ী সেবন করিলে ৩ দিনে উপকার পাইবে। পীড়া আরোগ্য না হইলে পুনরায় ঐরূপে সেবন করিবে।

বাতের ঔষধ।

খাঁটি সরিষার তৈল	এক পোয়া
রাঙচিতা শিকড়ের ছাল	আধ পোয়া
দারুচিনি	এক তোলা
আফিঙ্	দুই আনা ওজন
আদা	এক তোলা
মনসা গাছের শিকড়	এক তোলা
ফেনিমনসার শিকড়	এক তোলা
আকন্দের শিকড়	এক তোলা
ধুতুরার শিকড়	এক তোলা

কয়েকটি দ্রব্য একত্র তেলে ফেলিয়া, যে পর্য্যন্ত সব সত্ব বাহির না হয়, অল্প অল্প আঁচে জ্বাল দিবে। পরে ছাঁকিয়া বোতলে রাখিয়া দিবে এবং এক তোলা কর্পূর ঐ সঙ্গে গুঁড়া করিয়া দিবে। স্নানের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মালিস করিয়া স্নান করিবে। এইরূপ কিছুদিন করিলে বাত ভাল হইয়া যায়।

জ্যোতিঃ।

নয়নে প্রেমের জ্যোতি, ওহে জ্যোতির্ম্ময়
ভাতিয়া প্রকাশে নেত্রে বিচিত্র সংসার ;
উজলিয়া দৃশ্য তব বিশ্বে দয়াময়,
নয়ন-অঞ্জন সম শোভে অন্ধকার।
ভাসাইয়া দুঃখশোক গলদশ্রুনীরে,
মেঘমুক্ত চিদাকাশে এস হে তপন ;
দীপ্তি-অভিষেক লভি ফোটে শোভাভরে
সুরভিত নবপ্রেম, পদ্মের মতন।
হে, জ্যোতি, জ্যোতির জ্যোতি জগত-জীবন,
ওহে দীপ্তি চিরশান্ত—হৃদয়রঞ্জন,
ইহলোক পরলোক করি বিভাসিত,
নয়ন-প্রভায় নিত্য রহ প্রকাশিত।

বি, ম।

গুরুভক্তি।

"শরীরদঃ পিতা দেবো জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরোগু‍রুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে॥"

পিতা শরীর উৎপাদন করেন সত্য, কিন্তু গুরুদেব জ্ঞানদাতা। এই দুঃখময় সংসারে গুরু অপেক্ষা গুরুতর আর কেহই নাই।

আমরা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে গুরু-ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বাল্য ও যৌবনকালে তাঁহা-দিগের চরিত্রে যেরূপ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে শিষ্যেরা সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞার বশীভূত ছিলেন। কোন স্থানে যাইতে হইলে অথবা কোন কার্য্য করিতে হইলে তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিতেন। গুরুর ইচ্ছা ব্যতীত, পরামর্শ ব্যতীত, অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। গুরুভক্ত আরুণি ও উপ-মন্যুর চরিত্র পাঠ করিলে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

আরুণি বা উদ্দালক।

পূর্ব্বকালে আয়োধধৌম্য নামক একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। তিনি একদিন পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আরুণিনামক তাঁহার একটী শিষ্যকে ক্ষেত্রে আলি বাঁধিতে আদেশ করিলেন। আরুণি গুরুর আজ্ঞা শিরো-ধার্য্য করিয়া ক্ষেত্রে গমন করিলেন। কিন্তু বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াও তিনি আজ্ঞা-পালনে সমর্থ হইলেন না। তিনি যতবার আল বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন, ততবার তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া জল বাহির হইয়া গেল। অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, আরুণি আলের পরিবর্ত্তে স্বয়ং ক্ষেত্রে শয়ন করিয়া জলস্রোত বন্ধ করিলেন।

এদিকে প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গুরু অন্যান্য শিষ্যদিগকে আরুণির সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আরুণি আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য ক্ষেত্রে গমন করিয়াছে।" অনন্তর আয়োধধৌম্য অপরাপর শিষ্য সমভিব্যাহারে ক্ষেত্রে গিয়া "আরুণি! কোথায় আছ, এস এস" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আরুণি আহ্বান শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া গুরুর নিকটে আসিয়া বলিলেন "গুরো! আমি আসিয়াছি, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" গুরু আরুণির শরীর কর্দ্দমাক্ত দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আরুণি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন

করিলেন। আয়োধধৌম্য শিষ্যের অদ্ভুত গুরুভক্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বলিলেন "তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে।"

উপমন্যু।

উপমন্যু আয়োদধৌম্যের অপর শিষ্য। আয়োধধৌম্য তাঁহাকে গোচারণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া একদিন গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি খাইয়া এরূপ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছ? উপমন্যু বলিলেন "প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, আহার করি।" গুরু বলিলেন "শিষ্য হইয়া তোমার পক্ষে ইহা বড় অন্যায় কার্য্য যে, ভিক্ষালব্ধ পদার্থ গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত প্রতিদিন উদরসাৎ করিতেছ। কল্য হইতে সমস্ত দিন যাহা পাইবে, তাহা তোমার গুরুপত্নীকে প্রদান করিবে।" পর দিন হইতে উপমন্যু দিবসের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য প্রত্যহ গুরুগৃহে দিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনান্তে গুরু উপমন্যুকে পূর্ব্ববৎ স্থূলকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে তুমি কি আহার কর?" উপমন্যু উত্তর করিলেন "রাত্রিতে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, আহার করি।" গুরু বলিলেন "এ বড় অন্যায় কথা যে, তুমি প্রতিদিন দুইবার ভিক্ষা করিতেছ। এরূপ করিলে অপরাপর ভিক্ষুকগণ গৃহস্থদিগের নিকট হইতে আর ভিক্ষা পাইবে না; তোমারও লোভ-প্রবৃত্তি দিন দিন বাড়িয়া যাইবে। তুমি আজ হইতে দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করা ত্যাগ কর।" উপমন্যু সেই দিন হইতে দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করা ত্যাগ করিলেন। কিছু দিনের পর উপমন্যুকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তর স্থূলকায় দেখিয়া গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এক্ষণে কি খাও?" উপমন্যু বলিলেন "গো-দোহনপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।" গুরু বলিলেন "এ বড় অন্যায় কথা যে, গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত তুমি গোদুগ্ধ পান করিতেছ। অদ্য হইতে এ কার্য্য ত্যাগ কর।" উপমন্যু গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে অম্লানবদনে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর গুরু উপমন্যুকে পূর্ব্ববৎ স্থূলকায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ভিক্ষালব্ধ পদার্থ প্রত্যহ আমায় প্রদান কর, দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, দুগ্ধ পানও পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে বল এক্ষণে কি খাও?" উপমন্যু বলিলেন, "মাতৃদুগ্ধ পান করিবার পর গো-বৎসগণের মুখে যে ফেণা লাগিয়া থাকে, অতি কষ্টে তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতেছি।" গুরু বলিলেন "অহো! কি নিষ্ঠুর কার্য্য!!" তোমার পক্ষে ইহা নিতান্ত গর্হিত হইতেছে। ইহাতে নিশ্চয় গোবৎসগণের অত্যন্ত কষ্ট হইবে। তুমি ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য আর করিও না।" উপমন্যু গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন এবং কোনও খাদ্য বস্তু না পাইয়া অবশেষে উদরজ্বালায়

অর্কপত্র আহারপূর্ব্বক অন্ধ হইয়া একটী কূপে পতিত হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আয়োধধৌম্যের সকল শিষ্য গুরুগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু উপমন্যু ফিরিলেন না। ইহা দেখিয়া আয়োধধৌম্য তাঁহার অন্বেষণের জন্য অন্যান্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন। চারি দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি সেই কূপের নিকটস্থ হইয়া ডাকিতে লাগিলেন "উপমন্যু! উপমন্যু! কোথায় আছ?" শিষ্য কূপের মধ্যে থাকিয়া উত্তর দিলেন "আজ্ঞে, আমি এইখানে আছি।" গুরু দেখিলেন যে, উপমন্যু কূপে পতিত। কারণ জিজ্ঞাসা করায় উপমন্যু আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আয়োধধৌম্য উপমন্যুর অলৌকিক গুরুভক্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে স্তবস্তুতি করিলে দৈববলে উপমন্যু পুনরায় চক্ষুরত্ন লাভ করিলেন। অনন্তর গুরু আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তুমি বেদ-বেদাঙ্গ ও অন্যান্য সমুদায় শাস্ত্রে নিশ্চয় সুপণ্ডিত এবং তত্ত্বজ্ঞ হইবে।

আহা! গুরুভক্তির কি জলন্ত দৃষ্টান্ত!! পরমহংসদেব বলিয়াছেন "শিষ্যের স্বভাব কামারের নাইয়ের মত হওয়া উচিত। কামারের নাইয়ের উপর কত হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে, তবুও তাহার বিকার নাই, সবই সহ্য করিয়া থাকে। গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য শিষ্যেরও তদ্রূপ অবিকৃতচিত্তে সকল দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করা উচিত। ধর্ম্মের দশ লক্ষণ ধৃতি ক্ষমা প্রভৃতি গুণ গুরুভক্তি হইতে বিকাশিত হয়।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, গুরুভক্তি প্রধান আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ক্রমে ক্রমে গুরুভক্তিবিহীন হইয়া পড়িতেছেন। এক্ষণে ছাত্রগণ গুরুকে গুরু জ্ঞান না করিয়া বেতনভোগী ভৃত্য মনে করেন। এইরূপে অনেক ছাত্রের চরিত্র কলঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। গুরুভক্তির অভাবে তাহারা মনুষ্যত্ববিহীন অথদার্থ পশুরূপে পরিণত হইতেছে। বর্ত্তমান অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উভয় শিক্ষক এবং ছাত্রগণের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবপূর্ণ নীতির চর্চ্চা ব্যতীত কঠোর শাসন কিম্বা অন্য উপায়ে বর্ত্তমান রোগের প্রতীকার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী বহুদিন রোগভোগের পর গতাসু হইয়াছেন। বারবার মন্ত্রিপদে বৃত হইয়া দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কার্য্যভার বহন করিয়াছেন, ইহাতে ইহাঁর ক্ষমতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

২। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রবধূ ও ৺রমাপ্রসাদ রায়ের পত্নী দেবময়ী দেবী ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অতি সরলা ও ভক্তিমতী রমণী ছিলেন।

৩। অমৃতসরের বদান্যবর সর্দ্দার দয়াল সিংহ মাঝিতিয়া মৃত্যুকালে আপনার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ উইল করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে প্রদান করিয়া যান। তাঁহার বিধবা পত্নী কুমন্ত্রীদিগের পরামর্শে এই উইলের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সেল পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা চালান। সুখের বিষয় সর্দ্দারের উইল মঞ্জুর হইয়াছে।

৪। গত ১২ই আগষ্ট ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউসনের বাৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। সুপণ্ডিত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। অল্প দিনের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা আশাপ্রদ। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

৫। প্রশান্ত মহাসাগরে সস্কো দ্বীপপুঞ্জে এক পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উচ্চতা ৩০,০০০ হাজার ফীট। ইহা সত্য হইলে পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত।

৬। শ্যামরাজের দুই প্রধান মহিষী, তদ্ভিন্ন তাঁহার ৮০টি স্ত্রী আছেন। তাঁহার সন্তানসংখ্যা ৭২টী।

৭। বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তা লর্ড নর্থব্রুক অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর-জেনারল মনোনীত হইয়াছেন।

৮। গত ১২ ই আগষ্ট বেথুন সাহেবের মৃত্যুদিনে বেথুন কালেজের ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহার সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মাননা করিয়াছেন।

৯। কাশ্মীরের ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনে বহু লোকের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বন্যা-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ যে ফণ্ড হইয়াছে, তাহাতে গুইকুমারের মহারাজ দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জনের কাশ্মীর ভ্রমণ স্থগিত রহিল।

১০। গত ১০ই শ্রাবণ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ সভা কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

১১। এবারকরণের বিধবা ডচেস্ ৯১ বর্ষ পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার রক্তে ২০৫ দুইশত পাঁচটি পুত্র পৌত্রী কন্যা দৌহিত্রী জন্মিয়াছেন। তাঁহার জন্মোৎসবে তন্মধ্যে ১৪৭ জন উপস্থিত হন। তাঁহার ১৪টী সন্তানের মধ্যে ১০টী এখনও জীবিত।

১২। একজন তুরস্ক রুসীয় কন্‌সল রষ্টকাউস্কীকে গুলি করিয়া বধ করাতে তুরস্ক সুলতান কন্‌সলের পরিবারকে ৪ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এদিকে রুসীয় রণতরী তুরস্কের নিকট উপস্থিত।

১৩। বিলাতের ডাকঘরে এক লক্ষ বিশ হাজার রমণী কেরাণী ও পোষ্ট-মাষ্টারের কাজ করিতেছেন। এ দেশে

স্ত্রীলোকদিগের ডাকবিভাগে কার্য্যের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে।

১৪। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মালদহের ডাক্তার প্রমীলাবালা মোকদ্দমায় নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০ টাকা দান পাইয়াছেন।

১৫। ভারতীয় দুর্ভিক্ষফণ্ডে জয়পুরের মহারাজা রাজমহিষীর নামে একলক্ষ টাকা এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১৬। আগামী ৮ই অক্টোবর মনোনীত ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার এ দেশে প্রত্যাগত হইয়া বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

বামারচনা।

শিশু।

কি পবিত্র হাসি শিশু তোমার বয়ানে,
দেখিলে আনন্দ উৎস উথলে পরাণে।
স্বর্গীয় সঙ্গীত সম,
সুললিত অনুপম,
তোমার মুখের অই আধ আধ বাণী,
(বুঝি), শুনিতে ইচ্ছুক সদা ত্রিদিবের
রাণী॥১

নির্ম্মল মুকুর সম তব হৃদিখানি,
কোন্ উপাদানে বিধি গড়িল না জানি,
সংসারের মলিনতা,
নাহি পায় স্থান তথা,
হে বৎস! বিধির বরে কিবা তপস্যায়
লভিলে এ হেন হৃদি এ মর ধরায়? ২

আত্মপর ভেদ জ্ঞান নাহিক তোমার,
বিশ্বের সকলে তাই ভাব আপনার;
নীচ মানবের মত,
স্নেহ প্রেম ব্যক্তিগত
ভাবি, কলঙ্কিত হৃদি কর না কখন,
তাইত তোমার গুণে মুগ্ধ সর্ব্বজন। ৩

নির্ভরতা মহামণি কে দিয়ে তোমায়,
সাজালে অপূর্ব্ব সাজে বল এ ধরায়?
তাই তব ও জীবন,
করি মায়ে সমর্পণ,
থাকহ নিশ্চিন্ত ভাবে হায়রে সদায়,
সুখে দুঃখে সমভাবে স্মরিয়া যে মায়। ৪

আমাদেরো মা যে আছে, স্মরি না
তাঁহায়,
অনিত্যে ভুলিয়া থাকি করি হায় হায়!
মাতার স্নেহের ধার,
শোধিবারে একবার
হয়নাক ইচ্ছা আহা পাষাণ হিয়ায়,
জ্বলে পুড়ে মরি তাই অনন্ত জ্বালায়।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ,
মাধপুর।

অমানিশায় কর্ত্তব্য আবাহন।

হে কর্ত্তব্য! গাও আজি "সোহিনীর" তান।
তোমার আহ্বানে বড় ব্যস্ত ভাঙ্গা প্রাণ।
অমৃত আলোক লয়ে　চির মম সঙ্গী হয়ে,
এ দুর্দ্দিনে সাধ মুখে! আত্মার কল্যাণ,
শুনাও শুনাও আজি সোহিনীর তান॥১
হে কর্ত্তব্য তব ডাকে জাগে মৃত প্রাণ।
উষর পথেতে বহে তরঙ্গ উজান॥
হাতেতে বাঁশরী লয়ে　মধুর সঙ্গীত গেয়ে,
দেখাও দেখাও মোরে গন্তব্য যে স্থান
আকুল হৃদয় মম বিদগ্ধ পরাণ॥ ২
হে কর্ত্তব্য—ঢাল কাণে ও অমৃত তান।
দেখাও দেখাও পথ হয়ে আগুয়ান॥
দিব্য বর্ম্ম বক্ষে পরি　শিরেতে মুকুট ধরি,
হাত ধরে পার কর—ভীষণ শ্মশান—
দেখাও সুস্নিগ্ধ চির বিরামের স্থান। ৩
হে কর্ত্তব্য কোথা পথ? না পাই সন্ধান।
হাত ধরে লয়ে চল গন্তব্য যে স্থান॥
"হা হুতাশে" ডুবে মরি　তাই হে তোমাকে স্মরি,
হে সুহৃদ্ তুলে ধর দেবের নিশান।
ভুবন আঁধার অবসন্ন দেহ প্রাণ॥ ৪
হে কর্ত্তব্য! জীবলীলা হয় অবসান।
সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে জাগাও পরাণ॥
শরীরেতে দেও শক্তি,　হৃদয়েতে দেও ভক্তি,
দিব্যালোকে অন্ধচক্ষু কর জ্যোতিষ্মান্,
অনন্ত অমৃতস্রোতে ভাসুক এ প্রাণ।৫

শ্রী—ভা।

শুভ বরষার দিনে।

শুভ্র মেঘ ঘিরে ছিল চাঁদিমা সুন্দর,
তারি পাশে ছিল সেই হেম সৌদামিনী।
চমকি চমকি উঠে জন-মনোহর,
কি জানি হাসিয়া ক্ষণপ্রভা সুহাসিনী।১
দেখায়ে রূপের ছটা জগত মাঝারে,
লুকাইল জলদের কোলে সুরূপিণী।
যতনে ধরিয়া হৃদে চন্দ্রমা সুন্দরে,
স্মিত মনোরম হাসি হাসিল তটিনী। ২
উচ্ছ্বসিত প্রেমভরে আবেগে সুন্দরী,
হাসিয়া লতিকা পড়ে তরুবরগলে।
কি শোভা হইল তথা আহা মরি মরি,
কাণাকাণি করে হাসি নানা ফুলদলে।৩
সেই সুসময়ে শুভ বরষার দিনে,
দুই হস্তে সঁপে ছিল দুইটি হৃদয়।
কত সুখী দুইজনে হল সে মিলনে,
জীবনে সে দিন হ'ল অতি সুধাময়।৪
আজি পুন দশ মাস পরে দেখা তার,
সেই আর এই আছে শুধু ভালবাসা।
সে শোভা কনককান্তি নাহিক তাহার,
এখন কেবল আছে বুকভরা আশা।৫
নমি হে চরণে তব জগৎজীবন,
চিরদিন কাটে যেন এমনি করিয়া।

যুগল প্রণাম দেব করহ গ্রহণ,
চিরসুখী হয় যেন এই দুটি হিয়া। ৬
সংসারের অতি তীব্র যাতনা ভীষণ,
এদুটি জীবেরে যেন কভু না পরশে,
প্রেমভরা হৃদয়ের মোহন মিলন,
আনন্দে সমীর যেন বহয় হরষে। ৭

আবার এসেছে শুভ বরবার রাতি,
আবার এসেছে সুধামাথা সেই দিন,
প্রণমি ঈশ্বর আজি প্রেমানন্দে মাতি,
হাসিভরা মুখ আর করনা মলিন। ৮

বঙ্গমহিলা।

কুন্তলীন।

নন্দন কাননে ফুটে পারিজাত ফুল।
তাহার গন্ধেতে স্বর্গে দেবতা আকুল॥
গন্ধর্ব্বেতে তোলে ফুল করিয়া যতন।
সেই ফুলে পূজা দেন দেব ত্রিলোচন॥
কি রূপেতে সেই ফুল পায় নরগণ।
কুন্তলীন সেই ফুলে হয়েছে সৃজন॥
এমন সুগন্ধ বুঝি নাহি কোথা আর।
মস্তক শীতল হয় কেশের বাহার॥
আহা মরি কুন্তলীন কিবা তোর বাস।
ইচ্ছা হয় তোরে আমি মাখি বারমাস॥
অবনীর প্রিয়পাত্রী তুমি কুন্তলীন।
কামিনী-সমাজ আজ তোমার অধীন।
সুবাসিত গন্ধরাজ গুপ্ত তেল আছে।
তুল্য নাহি হবে কেহ কুন্তলীন কাছে।
কুন্তলীন তব গুণে ভুলায় ভুবন।
ধনবতী নারী কেনে ডজন ডজন॥
গরিব রমণীগণ খেদে দায় মরে।
কুন্তলীন-কথা পাড়ে স্বামী এলে ঘরে॥
স্বামী বলে এখন সে সব কথা নয়।
দিতে পারি আগামীতে ধান যদি হয়॥
সেই কথা শুনে ধনী বিরসবদন।
বলে গরিবের রাখা মিছে এ জীবন॥
এক শিশি কুন্তলীন যদি আমি পাই।
কেশেতে মাখিয়া মোর মিন্সেরে দেখাই॥
এইরূপ কত কথা পরস্পর হয়।
কুন্তলীন কথা দেখি সকল সময়॥
নরের অসাধ্য কাজ বাকি কিবা আর।
স্বর্গের প্রসূন আনে একি চমৎকার॥
সমীরণে মিশে করে ভ্রমণ বিদেশ।
সকল যোষার তাই সুশোভিত কেশ॥
কেবল রহিল বাকি ম'লে প্রাণ দান।
করো করো এই কার্য্যে হয়ে চেষ্টাবান্॥

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

পুঃ * সম্পাদকের পীড়া ও অন্যান্য অনিবার্য্য কারণে শ্রাবণের পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল, গ্রাহকগ্রাহিকাগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ভাদ্র-আশ্বিনের সংখ্যা বড় হইয়া, পূজার পূর্ব্বে বাহির হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 481-82. Sept. & October.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮১-৮২ সংখ্যা। | ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১০। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

বামাবোধিনীর এক-চত্বারিংশ জন্মোৎসব।

যে পরমদেবের অপার করুণায় 'বামাবোধিনী' ৪০ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৪১ বর্ষে পদার্পণ করিল, আজি কোন্ কথায় তাঁহার অর্চ্চনা করিব এবং তাঁহার চরণে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না। আজি কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হই এবং তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোকপূজিত তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করি। তিনি বামাবোধিনীর শুভ জন্মদিনে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহার আয়ু, শক্তি ও সামর্থ্য আরও বর্দ্ধিত করুন এবং তাঁহার সেবায় ইহাকে নিযুক্ত রাখিয়া ইহার জীবনকে কৃতার্থ করুন।

ধন্য দেব আদি সত্য অনাদিকারণ,
ধন্য জ্ঞানরূপ স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন।
তুমি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় দুর্দ্দর্শ গূঢ় অতি,
অচল অটল ধ্রুব নিত্য সূক্ষ্মগতি।
দেশকালাতীত—দেশে কালেতে মহিমা
অপার অনন্ত, তার কে করিবে সীমা?
কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য্য কোটি গ্রহতারা
ঘুরিতেছে তোমা লাগি হয়ে দিশাহারা।
এক জ্যোতি কোটি জ্যোতি করিছ প্রকাশ,
একরূপ বহুরূপে দিতেছ আভাস।
এক শক্তি সর্ব্বশক্তি মূলে কর স্থিতি,
এক সত্তা গড় কত আকৃতি প্রকৃতি।
এক মহাপ্রাণ সর্ব্বপ্রাণের আধার—
কত ভাবে কত ঘটে করিছ বিহার।
এক সূত্রে গাঁথি জড় জীব অগণন,
ইঙ্গিতে চালাও সদা এ বিশ্বভুবন।
পিতাদের পিতা তুমি, মাতাদের মাতা,
গুরুদের গুরু তুমি—শিক্ষা-দীক্ষা-দাতা।
দুস্তর জলধি ভব ভীষণ অপার
পার কর তুমি হয়ে ভব-কর্ণধার।
প্রভুদের প্রভু তুমি রাজাদের রাজা,
শিষ্টেরে পালন কর, দুষ্টে দেও সাজা।

তব দণ্ড পাতকীর উদ্ধার-কারণ,
অধমতারণ তুমি পাবন-পাবন।
বলীদের তুমি বল, জ্ঞানীদের জ্ঞান,
ধনীর ঐশ্বর্য্য—তেজস্বীর তেজোমান।
মহাধনী মহাদাতা সর্ব্ব-অধিকারী,
গৌরব মহিমা তেজ সবি ত তোমারি।
জয় সৃজন-পালন-লয়কারী,
জয় সর্ব্বনিয়ামক বিঘ্নহারী।
জয় ধাতা বিধাতা সুমঙ্গলময়,
জয় ঈশ মহেশ পরমেষ্ঠী অভয়।
জয় নাথ শ্রীনাথ শিবসুন্দর হে
জয় শঙ্কর প্রেমের আকর হে।
জয় লজ্জা-নিবারণ তারণ হে
জয় দুঃখ শোক ভয় বারণ হে,
জয় পুণ্যময় পাপশাসন হে,
জয় মৃত্যুঞ্জয় তাপ-শাসন হে।
জয় সিদ্ধিদাতা ভবখণ্ডন হে,
জয় দেব-মনুজ চির-বন্দন হে।
নম প্রাণদাতা পাতা প্রাণের ঈশ্বর,
জীবন পথের সঙ্গী সর্ব্বভয়-হর।
নম শরণাগতের সহায় সম্বল,
নম মূঢ় দুর্ব্বলের সহাবুদ্ধি বল।
নম সর্ব্ব সম্পদের এক মূলাধার,
নম বিপদভঞ্জন ভব-কর্ণধার।
পিতা মাতা গুরু তুমি শরণ্য সুহৃৎ,
ইহ-পরলোকের সাধিছ সদা হিত।
ধন্য হোক তব নাম অখিল ভুবনে,
গৌরব মহিমা তব গা'ক জগজনে।
তোমার চরণে করি আত্ম-সমর্পণ,
কৃপাময় এ জীবন করহ গ্রহণ।

প্রাণসঙ্গীত।

এ প্রাণের প্রাণময়ী মা (মা গো আমার
মা, মা, মা, মা)
দিবানিশি থাক সাথে তোমা বই প্রাণ
বাচে না।
মা তোমার অনন্ত প্রাণ ব্যাপিয়াছে সর্ব্ব
স্থান,
জলে স্থলে শূন্যে ভাসে তব প্রতিমা।
লীলাময়ী নাম ধর, কতরূপে লীলা কর,
কোন্ বেদ পুরাণ তন্ত্রে পেয়েছে সীমা?
ইচ্ছায় সৃজন কর, ইচ্ছায় রাখ চরাচর,
কত ভাঙ্গ কত গড়, কে বুঝে ও মহিমা?
হস্তে না পারি ধরিতে, থাক চক্ষের
অলক্ষ্যেতে,
বুদ্ধি না পারে বুঝিতে, বাক্যে কি হয়
বর্ণনা?
তুমি মা গো আদ্যা শক্তি, প্রাণেতে কর
বসতি,
চোখের চোখ, মনের মন, আত্মার অন্তরাত্মা।
জীবন চৈতন্য শোভা, এ সব মা তোর
প্রাণের প্রভা,
কায়া হতে ছায়া যেমন যায় ত চেনা!
মা আমার সকলি জান—পুণ্য পাপ জ্ঞান
অজ্ঞান,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সব ঘটনা!
মা ব'লে তোমায় ডাকি, মা বলে তোমায়
দেখি,
মা তোতে মিশায়ে থাকি, এই প্রাণের
বাসনা।